শন ইয়েট
ও
একজন
3 2 4
ইমরুল কায়েস

শন ইয়েট ও একজন MBH324

ইমরুল কায়েস

প্রথম অন্তর্জাল সংস্করণ
২০ ডিসেম্বর ২০০৪

প্রচ্ছদ
সাম্য, দিপু, রোমান
স্থাপত্য বিভাগ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

Individual science fiction stories may seem as trivial as ever to the blinder critics and philosophers of today -- but the core of science fiction, its essence has become crucial to our salvation if we are to be saved at all.

Isaac Asimov

Shon Yet O ekjon MBH324, a science fiction of Imrul Kayes, a self ebook publication by Imrul kayes; first internet edition published on 20th december 2004.

১.

ডেট লাইন ৩০ সেপ্টেম্বর ২১২০

আরও একটি ক্ষুদ্র বইয়ের সন্ধান লাভ

আরিজোনা রাজ্যের অধিবাসী কৃষক টমাস ডালসন সম্প্রতি একটি ক্ষুদ্র বইয়ের সন্ধান পেয়েছেন। ইয়েট মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে দেখা গেছে ডালসনের বইটির দৈর্ঘ্য ১ সেঃমিঃ এবং প্রস্থ মাত্র ০.৫ সেঃমিঃ। বইটি কোন ভাষায় লেখা হয়েছে সেটা অনুমান করা যায় না। এতে রুকটাইল কালি ব্যবহার করা হয়েছে বলে ধারনা করা হচেছ। তবে বইটির অস্পষ্টতা হেতু এর প্রায় কোন অংশই পড়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় হল বইটিতে যে কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রচলিত কোন কাগজের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। বয়েল সোসাইটিতে বইটির একটি নমুনা পৃষ্ঠা দেয়া হলেও তারা পুরোপুরি এর উপাদানসমূহ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেনি। টমাস ডালসনের বক্তব্য হতে জানা যায় তিনি তার বাড়ির গাড়ি বারান্দায় একটি পরিত্যক্ত হিওটিটের প্রাইসম অংশ থেকে বইটি পেয়েছেন।
- WSO স্পেশাল জার্নাল
৩০ সেপ্টেম্বর, ২১২০

ষ্টিফেন রজার্স
সায়েন্টিফিক এডিটর
WSO স্পেশাল জার্নাল

ষ্টিফেন,
আমি শন ইয়েট। আপনাদের পত্রিকায় ৩০ সেপ্টেম্বরের বইয়ের সন্ধান লাভ বিষয়ক একটা খবর পড়লাম। আমি বইটির সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। টমাস ডালসনের ঠিকানা জানালে উপকৃত হব। সেই সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি এধরনের একটি খবর আমাকে না জানিয়ে কিভাবে জার্নালে ছাপা হল তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না । আমার উইরিয়াল সিগনাল P2SC54.

প্রফেসর শন
আপনার উইরিয়াল সিগন্যালটি আমরা পেয়েছি। আপনার মত একজন মহান বিজ্ঞানী আমাদের সাথে নিজেই যোগাযোগ করেছেন ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুব লজ্জার বলে মনে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকায় ছাপানোর পূর্বেই আপনাকে জানানো আমাদের উচিত ছিল যা আমরা আগেও করেছি। তবে ক্ষমা করবেন আপনার আগের রিসার্চগুলো সফল না হওয়ায় আমরা আপনাকে তথ্যটা আগে জানানোর সাহস পাইনি। প্রফেসর সাইমন বেল এ বিষয়ে আমাদের পূর্বেই বলেছিলেন এজন্য আমরা তাকেই এবার প্রথম বলেছি। অবশ্য আপনি যদি ধরে নিয়ে থাকেন যে বর্তমান এমিটিক শাসন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র আমাদেরকেই পত্রিকা প্রকাশের অধিকার দেয়া হয়েছে বলে আমরা সেটার অপব্যবহার করছি তবে আমরা অবশ্যই তার প্রতিবাদ করব। আপনাকে এর আগেও দুটি বই সংগ্রহ করে

দেয়া হয়েছিল যা থেকে কিছু উদঘাটন করতে আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই সাইমন বেলকেই এবার আমরা বইটি প্রথম দিলাম। আমরা ক্ষমা প্রার্থী।
টমাস ডালসনের উইলিয়াল সিগন্যাল
NP205LT
নিউ আরিজোনা, ওয়ার্ল্ডএরিয়া- ৫৭
আমরা আশা করছি আপনার কাছে যে বই গুলো আছে সে গুলোর রহস্য আপনি শীঘ্রই খুঁজে পাবেন। আপনার সিগন্যালের জন্য ধন্যবাদ।

ষ্টিফেন রজার্স
সায়েন্টিফিক এডিটর
WSO স্পেশাল জার্নাল

ষ্টিফেন রজার্সের পাঠানো সিগনালটি যখন শন ইয়েট পেলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। ইয়েট বাড়ীর পার্শ্ববর্তী লেকে হাটতে বেড়িয়েছেন। সুতরাং এই সময়ে তিনি রজার্সের সিগনালটি নিয়ে ভাবতে চাইলেন না। প্রকৃতির এই অসাধারণ মুহূর্তে রজার্সের সিগনালটি নিয়ে ভাবা অর্থহীন, ইয়েট মনে মনে ভাবলেন। তারচেয়ে বরং WSO এর বিগত মাসের সংখ্যার একটা প্রবন্ধ নিয়ে ভাবা যাক।

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর শন ইয়েটকে বলা হয় একবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানের পুরোধা। তিনি শুধু পদার্থবিদই নন একাধারে ভাষাবিদ, গণিতবিদ এবং দার্শনিক। এই যে আজকের দিনের ইয়েট যন্ত্র থেকে শুরু করে অজিওটিক ভাষা আবিস্কার পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তা তার একক কৃতিত্বেরই ফসল। রুকটাইল কালির ন্যায় দীর্ঘস্থায়ীত্বের কালি অবিস্কার করে তিন একবিংশ ও দ্বাবিংশ শতাব্দির মুদ্রণ শিল্পকে যেমন উন্নত করেছেন তেমনি উইরিয়াল সিগন্যালের ন্যায় অতি উচ্চমাত্রার প্রযুক্তি আবিস্কারের পেছনে তার অবদানের কথা বর্তমান সভ্যতার কোন মানুষই কখনও ভুলে যাবে না। একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকের ইন্টারনেট নামক অতি নিম্ন প্রযুক্তিকে যে আজ ব্যবহার করতে হচ্ছে না এজন্যই আমরা সবাই তার কাছে ঋনী। উইরিয়াল সিগনালের আবিস্কার শুধু মানবজাতির বিকাশকেই নয় বরং গোটা সভ্যতার বিকাশকেই এগিয়ে নিয়ে গেছে কয়েকগুন। তার আবিস্কৃত অজিওটিক ভাষাও আজকাল ওয়ার্ল্ড এরিয়া- ৩ ও ওয়ার্ল্ড এরিয়া- ৭ এর মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে । মাত্র বিশটি বর্ণ ব্যবহার করে সৃষ্ট এ ভাষা আধনিক ভাষাবিজ্ঞানের শুধু বিষ্ময়ই নয় বরং গবেষনার বিষয়ও বটে। হয়ত এই দিনও খুব বেশী দূরে নয় যখন পৃথিবীর সকল ওয়ার্ল্ড এরিয়া সার্কেলেই এই ভাষা ব্যবহৃত হবে। মূলত তার এ সকল অবদানই তাকে সভ্যতার মানুষের কাছে অমর করে রাখবে। সাথে সাথে এটাও আগাম বলে রাখছি যে, তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রাপ্ত অদ্ভুত সব ক্ষুদ্রাকৃতির বই নিয়ে যে রিসার্চ করছেন তা সফল হলে হয়ত মানব জাতি আরো অনেক কিছুই জানতে পারবে। আমরা এখন কেবল সেই সময়টারই অপেক্ষায় ।

দিমিত্রি ত্রিদিব
WSO স্পেশাল জার্নাল সংখ্যা ১১২, আগষ্ট ২১২০

পত্রিকায় শন ইয়েট তাকে নিয়ে লেখা এ ধরনের স্তুতিমূলক রচনা প্রায়ই দেখেন। বিষয়টা তার কাছে খানিকটা অস্বস্তিকর মনে হলেও ভালই লাগে। এই যে তাকে বহুভাষাবিদ, গবেষক, পদার্থবিজ্ঞানী বা গণিতবিদ বলে ডাকা হয়, এই যে তিনি শুধু মাত্র পদার্থবিজ্ঞানের উপরই পর পর তিন তিন বার নোবেল পুরুষ্কার পেয়েছেন তার পরও তিনি নিজেকে গত শতাব্দির সেরা পদার্থবিদ বলে মনে করেন না বা এমন ও বলা যায় ওরকম কিছু ভাবতে চান না। ব্যপারটা মূলত শুরু হয়েছে এভাবে-

সময়টা ছিল ২০৯৮ সাল। তিনি সবেমাত্র স্পেশাল মুভমেন্ট অব ফ্লোটন অন এটমের উপর গবেষনার জন্য নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তত্ত্বটির ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য আমন্ত্রন আসছে । সময় সুযোগমত কিছু কিছু তিনি রক্ষাও করছেন। এরই অংশ হিসাবে দক্ষিন কোরিয়ার লি চুং বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন। সময়টা ছিল ২০৯৮ এর নভেম্বর। একদিন ইউনিভার্সিটিতে সবে লেকচার দিয়ে হোটেলে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন এমন সময় তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এসে খবর দিল যে তাং চুন নামক একজন লোক তার সাথে দেখা করতে চান। ইয়েট অনিচ্ছা সত্বেও তাকে আসার অনুমতি দিলেন। শন ইয়েট যে রকম লোককে দেখবেন বলে ধারনা করেছিলেন দেখা গেল লোকটি তার সম্পূর্ন উল্টো। একেবারে অতি সাধারন পোষাকের আদিবাসী একজন কোরিয়ান এসে বসল তার সামনে।

- শুভ অপরাহ্ন প্রফেসর শন।
- শুভ অপরাহ্ন । আপনার জন্য কি করতে পারি?
- আমার পরিচয় দেযার কিছু নেই। আমি তাং চুন একজন সাধারন কৃষক। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে আমার একধরনের আগ্রহ আছে। আমি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে আপনার লেখা পদার্থবিজ্ঞানের সব বইই পড়েছি। সাথে এটাও বলে রাখি আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন পদার্থবিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট। পাশ করার পর আমাকে এখানেই অধ্যাপনা করার জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু আমি কৃষিকাজেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। হয়ত ভাববেন যে আমি নিজেই নিজের প্রশংসা করছি তার পর ও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে কৃষিকাজে কীটপতঙ্গ দূরীকরনের জন্য যে অপিয়াল ইনসেক্টকিলিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় সেটা আমারই আবিষ্কার।

- আপনি সেই তাং চুন। আপনাকে আমার আগেই চেনা উচিত ছিল। WSO এর ৩৭ তম সম্মেলনে মন্ট্রিলে আপনাকে আমি দেখেছিলাম। আমি দুঃখিত যে আপনাকে চিনতে পারিনি। অনুতপ্ত হওয়ার একটা ভঙ্গি করলেন প্রফেসর শন।

- আপনার কাছে আমি একটি জরুরি কাজে এসেছি। আশা করি আমি আপনার বৈজ্ঞানিক গবেষনায় সামান্য অংশ হতে পারব। এই বলে তাং চুন তার বুক পকেট থেকে একটি ক্ষুদ্র বই বের করলেন । বইটির দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ ৫ সেমিঃ এর বেশী সম্ভবত হবে না।

- এটি কি? উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলেন শন ইয়েট।
- এটি সম্ভবত একটি বই তবে এটা প্রচলিত কোন ভাষায় লেখা নয়।
- আশ্চর্যতো। যেন খুব একটা আশ্চর্য কিছু এইমাত্র শুনলেন এমন একটা ভঙ্গি করলেন শন।

- শুধু এটাই নয় । এখানে যে কালি ব্যবহার করা হয়েছে আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি তাও কোন প্রচলিত কালি নয়।
- আসলেই। আরো কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।
- এই বইটা বছরখানেক হল আমার কাছে আছে। আমি চেষ্টা করেছি বইটাতে কি আছে তা জানার । এজন্য আমি ভাষা বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে অনেক সাধু দরবেশেরও শরনাপন্ন হয়েছি। কিন্তু এটার একটা শব্দ বা কোন রহস্যই আমার পক্ষে উদঘাটন সম্ভব হয়নি। আপনি বইটি দেখুন কিছু করতে পারেন কিনা?

তাং চুন বইটি প্রফেসর শনের দিকে এগিয়ে দিলেন। কালো মলাটের একটি বই। বইটির পৃষ্টাগুলোও এত পাতলা যে সূক্ষ কোন জিনিস দিয়ে ওল্টাতে হয়। তাং চুনের কাছে জানা গেল তিনি এটি একটি পরিত্যক্ত হিওটিটের প্রাইসম অংশে পেয়েছেন। প্রফেসর শন স্বযত্নে বইটি তার পকেটে পুরে তাং চুনকে বিদায় দিলেন।

ঘটনাগুলো শুরু হয়েছিল এভাবে এবং সম্ভবত শেষও হচ্ছে এভাবে। এরপরে এই একটি ঘটনাই শুধুমাত্র কাল এবং ব্যক্তি পাল্টে তার বেলায় ঘটছে। এরপর আরো পাঁচটি একই রকম বই তিনি বিভিন্ন ঘটনায় পেয়েছেন। আশ্চর্য হয়ে প্রফেসর শন লক্ষ্য করেছেন বইগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ক্রমাগত আগেরটির তুলনায় কমে যাচ্ছে। বইগুলোর প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত। এদের নিয়ে কয়েক বছর ধরে ঘাটাঘাটি করে শন শেষে আবিস্কার করেছেন এদের কোনটারই একটা শব্দ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা যায় নি। শুধু একটা জিনিসই তিনি আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পেরেছেন এগুলো শুধুমাত্র পরিত্যক্ত হিওটিটের প্রাইসম অংশেই পাওয়া যাচ্ছে এবং যারা বইগুলো প্রথম পাচ্ছেন তারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অধিবাসী। আরো একটি আশ্চর্য বিষয় হল বইগুলো প্রায় নিয়মিত বিরতিতেই সাধারণত দুই বছর অন্তর অন্তর পাওয়া যাচ্ছে। মিল যে জিনিসটা আছে সেটা হল প্রতিটি বইয়ের কাগজই একই ধরনের এবং দৈর্ঘ্য প্রস্তের পার্থক্য হলেও এদের আয়তন একই অর্থাৎ দৈর্ঘ্য- প্রস্ত ক্রমাগত কমলেও বেধ বেড়ে যাচ্ছে ।

এই উনিশ বছর বইগুলো নিয়ে গবেষনা করে তিনি যে দুটি জিনিস আবিষ্কার করেছেন তা হল ভেরোনিন কাগজ ও রুকটাইল কালি। রুকটাইল কালিটির ব্যাপারটি তিনি প্রকাশ্যে জানলেও ভেরোনিন কাগজ অর্থাৎ যে কাগজে বইগুলো লিখিত তার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেননি। মনে মনে ধারনা করে রেখেছেন বইগুলোর রহস্যের সমাধান হলে একসাথে দুটো জিনিস সবাইকে জানাবেন। কিন্তু সেটা হবার কোন লক্ষন আছে বলে তিনি ভাবতে পারছেন না। সুতরাং এই ব্যর্থতার কারণেই তিনি নিজেকে সবসময় লোকজন থেকে এড়িয়ে রাখার চেষ্টা করেন এবং এটাও কখনো ভাবেন না যে তিনিই সমসাময়িক কালের পদার্থবিজ্ঞানের পুরোধা। এইরকম বিষয়গুলো ভাবতে ভাবতে প্রফেসর শন ইয়েট তার ২৭১ বাইলিয়াল ষ্ট্রিটের বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। পিছনে তার দীর্ঘশ্বাস বায়ুতে পড়ে রইল।

২.

বাড়ির ডোরবেলে চাপ দিতেই হিওটিট লুমেনের গোঁ গোঁ এক ধরনের শব্দ তার কানে এল। এদের নিয়ে হয়েছে এক জ্বালা । এই জাতীয় ধ্বনি তারা কোথায় পেয়েছে কে জানে? সম্ভবত হিওটিট নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রীয় সংস্থার কোন গানিতিক ভুলে হিওটিটদের প্রাইসম এ ভিন্ন ধরনের ইনপুট পাচ্ছে। অবশ্য প্রফেসর শন এটা নিয়ে আগেই চিন্তা করে দেখেছেন যে শুধুমাত্র আনন্দ পেলে হিওটিটরা এরকম অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণ করে। ঘরে ঢুকেই দেখলেন লুমেন ফ্লাবিশ৮ স্ক্রিনে সস্তা ধরনের একটি কার্টুন দেখে এরকম আওয়াজ করছে।

- লুমেন স্ক্রিনটা বন্ধ কর। কিছুট ঝাঁঝের সাথেই বললেন প্রফেসর শন।

লুমেন তাড়াতাড়ি অটোমেটিক লিন্ডিকার৯ দিয়ে স্ক্রিনটা বন্ধ করে দিল। শন ইয়েট বেলকনির একটি চেয়ারে বসলেন। কিছুটা ইচ্ছা করেই কোন একটা বিষয় নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। হঠাৎই শুনতে পেলেন কে যেন তাকে বলছে প্রফেসর শন, আপনি কি জানেন আপনি একজন প্রায় হাস্যকর রকমের প্রতিভাশুন্য বিজ্ঞানী। আপনি দীর্ঘ ঊনিশ বছর গবেষনা করেও সামান্য কয়েকটি বইয়ের কোন রহস্য বের করতে পারেননি। আপনার মত একজন অপদার্থ পদার্থবিদের এ পৃথিবীতে খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে কি আপনি মনে করেন?'

মুহুর্তেই তটস্থ হয়ে উঠলেন শন ইয়েট। বুঝতে পারলেন তার অজান্তেই তার অবচেতন দ্বিতীয় সত্তা মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ নিজে নিয়েছিল। অবশ্য তাকে এজন্য দোষারোপও করা যায় না। মূলত শন নিজেই তার মস্তিষ্কের সাথে কিছু সেমি নিউরন১০ যুক্ত করে দিয়েছেন যারা সজাগ থাকা অবস্থায় কোন দ্বিতীয় তথ্য প্রদান করতে পারে না। কিন্তু তিনি অবচেতন হয়ে গেলে এটা তার অবচেতন মনের ধারণাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তাকে এক ধরনের ধিক্কার জানায় ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ জেগে উঠেন। এই যে তিনি এত বড় একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী হয়েও ইচ্ছা করেই এ ধরনের লাঞ্চনা ভোগ করছেন তার একটা ছোট খাট ইতিহাস আছে। ইতিহাসটা এ রকম-

wso এর বাহাত্তর তম সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি সবেমাত্র ভিয়েনা পৌঁছেছেন। ফ্লাইটের বিড়ম্বনার কারণে প্রথম দিনের সম্মেলন তার মিস হয়ে যায়। দ্বিতীয় দিনে একটু সকাল সকাল সম্মেলনস্তলে পৌছে দেখেন যে, তিনি একটু আগেই এসে পৌঁছেছেন। বিজ্ঞানীদের মধ্যে শুধু রাশিয়ার আলেকজান্ডার বশিলভই এসে পৌঁছেছেন। বশিলভ অবশ্য আজ পর্যন্ত তেমন কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। বশিলভই একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি তেমন কিছু ব্যাখ্যা না করেই wso এর স্পেশাল সায়েন্টিফিক এসোসিয়েশনের সদস্য হিসাবে যাবতীয় সুযোগ- সুবিধা ভোগ করেছেন। বশিলভের সাথে আলোচনা করে প্রফেসর জানতে পারলেন তিনি ইতিমধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন। শীঘ্রই নাকি সেটা প্রকাশও করা হবে। শন ইয়েট এটা অবশ্য বিশ্বাস করলেন না। কারণ বশিলভ এ ধরনের কথা কয়েক বছর থেকেই বলে আসছে। কিন্তু তার সেই তত্ত্ব কখনো আলোর মুখ দেখছে না। সম্মেলনের শুরুতেই সভাপতি পলস

জোনস শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করলেন এবং বিজ্ঞানীদের প্রতি এটা বলেও সতর্ক করে দিলেন যে, যারা কয়েক বছর ধরে কোন গবেষণালব্ধ ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারেনি অথচ সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে তাদের আর কিছুদিনের মধ্যেই এসোসিয়েশন থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে। এই ইঙ্গিতটা যে স্পষ্ট বশিলভকে উদ্দেশ্য করেই সেটা কারো বুঝতে আর বাকি থাকল না। এরপর সবাই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল বশিলভও কিছু বলার জন্য ফ্লোর চাচ্ছে। সে গম্ভীর গলায় বলল, শন ইয়েটের মতো পরপর তিন বার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানীও যদি সামান্য কয়েকটি বইয়ের রহস্য এক যুগেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করে কোন কুল কিনারা করতে না পারেন তবে তিনি তার গবেষণার জন্য আরও কয়েকটা বছর সময় পাবেন না কেন? বক্তব্য শেষ করে তিনি যখন শন ইয়েটের পাশে বসলেন তখন ইয়েট বশিলভের গর্বিত মুখের দিকে চেয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন এ রহস্যের সমাধান না করে তিনি কিছুতেই মরবেন না। দরকার হলে ডাই অপিনাইল খেয়ে বাড়তি দু এক বছর বেঁচে থাকবেন। তবুও এ রহস্যের সমাধান করবেনই করবেন। বাড়িতে ফিরে সাথে সাথেই তিনি মস্তিষ্কের সাথে কিছু সেমি নিউরণ যোগ করে নিলেন যাতে এটি সবসময় তার অবচেতন মনকে ভৎসনা করে তাকে গবেষণার জন্য উৎসাহিত করে।

- ওথাম হোম, আপনার ফ্লুটিন কণার ভর হিসাবে সম্ভবত তৃতীয় মাত্রার গাণিতিক ভুল হয়েছে। যান্ত্রিক আওয়াজে কথাগুলো বলল লুমেন।

কিছুটা অপ্রস্তুত হওয়ার ভঙ্গি করে প্রফেসর শন জিজ্ঞেস করলেন কিভাবে বুঝলে।

- হিসাব করে দেখলাম আপনার গাণিতিক হিসাব যদি ঠিক থাকে তবে এটমের ভর শূন্য হয়ে যায় ফলে ফ্লুটিন কণারও কোন অস্তিত্ব থাকে না।

একবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত- ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল যে, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনই পরমাণুর মূল স্থায়ী কণিকা। সেই সাথে বলা হয়েছিল ইলেকট্রন ও প্রোটন যথাক্রমে ঋনাত্বক ও ধনাত্বক আধান বিশিষ্ট বলে পরমাণু তড়িৎ নিরপেক্ষ এবং নিউট্রন কণা পরমাণুর কেন্দ্রে অবস্থান করে।অথচ দুই শতক পরেই ঐ তত্ত্বের ভুল প্রমাণ হলো। শনেরই হাঙ্গেরিয়ান বন্ধু রসায়নবিদ রজার ফিনলে দেখালেন যে, মূলত ফ্লুটিন ও গ্লুটানো কণার জন্যেই এটম বা পরমাণু তড়িৎ নিরপেক্ষ। এরাই পরমাণুর আদিকণিকা। আর যে ইলেট্রন ও প্রোটনের কথা বলা হয়েছিল তারা হলো মূলত এই ফ্লুটিন ও গ্লুটানো কণারই ভৌত ধর্মের একটা অংশ মাত্র। এরা কখনই পরমাণুর সামগ্রিক অস্তিত্বের জন্য দায়ী হতে পারে না। এই তত্ত্বের সাহায্যেই ফিনলে দেখিয়েছেন থায়োডেজার্টোব্লুটানেট যৌগটিতে আয়নিক, সমযোজী প্রভৃতি মৌলিক বন্ধন সহ এমন কোন ইলেকট্রন প্রোটন মতবাদ ভিত্তিক বন্ধন নেই যা দ্বারা তার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ব্যাখ্যা করা যাবে। ইলেকট্রন ও প্রোটনের অসারতা মূলত প্রমাণ হয়ে যায় তখনই। ফিনলে তার তত্ত্বে দেখান যে, পরমাণুর সমান্বয়ে যৌগ গঠনে যে জিনিসটি কাজ করে তা হলো সিগমো পারমোল্টিক এফেক্ট। অর্থাৎ যৌগ গঠনের জন্য পরমাণুর চার্জ আদান- প্রদানের কোন প্রয়োজন হয় না। সেটার প্রয়োজন হয় সেটা হলো পারমোল্টিক ধর্ম। একবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগ পর্যন্ত ইলেকট্রন ও প্রোটনের আদান- প্রদান বিষয়ক যে তথ্যগুলো

বোঝানো হয়েছে বা পরমাণুর গঠন রহস্য বিষয়ক যে সকল মডেলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যায় তখনই। ফিনলের এই তত্ত্বের প্রভাব এতটাই সূদুরপ্রসারী ছিল যে, তারপর আবিস্কৃত আরো তেইশটি মৌলের যৌগ গঠন রহস্য সহজেই ব্যাখ্যা করা গেছে যা পূর্বের মতবাদ দিয়ে সম্ভব নয়। ইয়েট অবশ্য নিজেও এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পেছনে কিছুটা জড়িত ছিলেন। তবে অবাক বিষয় ফিনলে তার এ অবদানের কথা কখনো বড় গলায় স্বীকার করেন নি।

প্রফেসর শন ইচ্ছা করেই লুমেনের বুদ্ধিবৃত্তির স্তর পরীক্ষার জন্য ফ্লুটিন কণার ভর নির্ণয় বিষয়ক সতের পৃষ্ঠার জটিল সমাধানটিতে ভুল করে টেবিলের উপর রেখেছিলেন। দেখা গেল লুমেন ভুলটা ধরে ফেলেছে।

প্রফেসর লুমেনের উপর খুশি হয়ে বললেন লুমেন তুমি ইচ্ছা করলে ফ্লাবিশ স্ক্রিনটা দেখতে পার।

লুমেন দেরী না করে তাড়াতাড়ি চলে গেল। শন টেবিলের উপর রাখা wso এর পুরনো একটা সংখ্যা হাতে তুলে নিলেন।

ঘোষণা- ০১: অষ্টম ভার্সনের ওয়াল্ড্রল মাদারদের১৪ সচেতন করে বলা হচ্ছে আপনারদের ব্লোনাডকে১৫ এই মাসের তৃতীয় স্তরের বুদ্ধিবৃত্তিক ইমেজ পাঠানো হচ্ছে। এই বিষয়ে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ওয়াল্ড্রল মাদাররা ইমেজ পাঠানোর সময় ব্লোনাডদের উইরিয়াল সিগনালটি অকেজো করে দেবেন। যদি এ ব্যাপারে কোন সমস্যা হয় তবে পার্শ্ববর্তী নিউরন সার্জন সেন্টারে যোগাযোগ করুন।

ঘোষণা- ০২ আমার উইরিয়াল সিগনালের দ্বিতীয় প্রক্রিটের অষ্টম তরঙ্গটি wso এর অনুমতিক্রমে বিক্রি করব। আগ্রহীরা বিপনণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

নির্দেশনাঃ উইরিয়েল সিগনালের এই তরঙ্গটি কিনলে আপনার রিসিভিং স্টোরেজ বেড়ে যাবে এবং আপনি wso এর সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহারের অংশীদার হবেন।

হারানো বিজ্ঞপ্তিঃ আমার হিওটিটের ব্যাকলাইট বনের প্রিপুশ অংশের একটি ডিজাইন আমার বাসা থেকে হারিয়ে গেছে। এর এসোসিয়েশন সিরিয়াল নং- 3K2B4। কেউ পেয়ে থাকলে এসোসিয়েশনের পঞ্চম সিগনালে পাঠিয়ে দিলে উপকৃত হবো। wso , সংখ্যা ৩১ ।

পৃথিবীর বিবর্তন আরও কত ভাবেই না হবে চিন্তা করতে লাগলেন বৃদ্ধ প্রফেসর।

৩.

শন ইয়েট ল্যাবরেটরীতে টানা চার ঘন্টা কাজ করার পর কিছুটা ক্লান্ত বোধ করলেন। তার আজ আরিজোনা রাজ্যের কৃষক সর্বশেষ বইয়ের প্রাপক টমাস ডালসনের সাথে দেখা করার কথা। কিন্তু WSO এর সিগন্যালের জন্যই তার মনটা সকাল থেকে খারাপ। একবার ভাবলেন লুমেনকে পাঠিয়ে দেবেন খবর নিয়ে আসার জন্য। পরে চিন্তা করলেন নাহ এদের পাঠিয়ে লাভ নেই, এরা নিজেদের শেখানোর বাহিরে কিছু করতে পারে না। সাত পাঁচ ভেবে প্রবীণ অধ্যাপক নিজেই সেখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

টমাস ডালসনের বাড়ীটাকে অনেকটা প্রাচীন যুগের গুহাও বলা চলে। আদিম দিনের অধিবাসীরা যে রকম গুহায় বাস করত ওনার বাড়ীটা অনেকটা সেই আদলেই গড়ে তোলা তবে স্থাপত্যশৈলী চমৎকার। বাড়ীর সামনে একচিলতে সবুজ লন, গাড়িবারান্দায় একটা কার্ট গাড়ি আরেকটা বিশালাকার ট্রাক্টর। সেখানে সম্ভবত একটি হিওটিটকেও কি যেন করতে দেখা যাচ্ছে। প্রফেসর বাড়ীর দরজার বাহিরের লিউবিট টিউবে হাত দিতেই একটা হিওটিট বের হয়ে এলো।

- কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

হিওটিটদের নিয়ে হয়েছে এই এক জ্বালা। একজন অতিথি যখন বাড়ীর গেটে বাড়ীর কারো সাথে কথা বলে তখন সে এরকম ফরমাল ব্যবহার নিশ্চয়ই পাওয়ার আশা করে না। কিন্তু কতই আর ভদ্রতা এদের শেখানো যাবে। মনে মনে ভাবলেন প্রবীণ প্রফেসর।

“আমি প্রফেসর শন ইয়েট, WSO এজেন্ট। ডালসনের সাথে আমার অ্যাপোয়েন্টমেন্ট আছে।”

“ভালো, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।” হিওটিট শনকে বসার জায়গা দেখিয়ে দিলেন।

ডালসনের বাড়ীটার বাহিরের মতো তার বাড়ির ভিতরের অংশটাও বেশ ব্যতিক্রমী। বসার ঘরে শন যে আসনটায় বসলেন দেখা গেল সেখানকার সবগুলো আসনই সমান্তরালভাবে স্থাপিত একটা গাছের শাখায় বসানো। আবার ঘরের দেয়ালেও প্রাচীন গুহাবাসীদের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার অপক্ক হাতের চিত্রকর্ম আঁকা। সম্ভবত ডালসনের কোন কারণে প্রাচীন গুহাবাসীদের প্রতি আকর্ষন আছে। শন যদি এখন দেখেন যে ডালসন মাংস পর্যন্ত সামান্য আগুনে ঝলসিয়ে খান তাহলেও আশ্চর্য হবেন না বলে মনস্ত করলেন।

- স্বাগতম প্রফেসর শন, আপনার উইরিয়াল সিগন্যালটি আমি পেয়েছি, সেই থেকে অপেক্ষায় ছিলাম কখন আপনার মত একজন মহান বিজ্ঞানী আমার এখানে আসবেন। অনিচ্ছা সত্বেও আপনাকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হলো সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

শন বুঝলেন এ লোকটা বেশ বিনয়ী এবং খানিকটা সম্ভবত বাঁচালও হবে। বাচালদের একটা লক্ষণ হল এরা কথা বেশ তাড়াতাড়ি বলে। ডালসনের টোটের ওঠানামাও সেরকমই মনে হচ্ছে।

- ডালসন আপনি সম্ভবত জানেন আপনি যে রকম বই পেয়েছেন সেইরকম বই নিয়ে আমি নিয়ে গত ঊনিশ বছর ধরে কাজ করে আসছি।
- সেটা ওয়ার্ল্ড সার্কেলের সকল লোকই জানে জানে।

- হ্যাঁ, সম্ভবত সাথে সাথে এটাও সবাই জানে যে আমার গবেষণাকর্মে আমি এখনও সফল হতে পারিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বইগুলো অতি উচ্চস্তরের বুদ্ধিমান কোন প্রাণীর লেখা। এর রহস্য সমাধান করতে পারলে সম্ভবত মানব সভ্যতা আরো অনেক গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে জানতে পারবে।
- সম্ভবত আপনিই ঠিক প্রফেসর শন। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে কথাটা বলল টমাস ডালসন।
- আমি এসেছি আপনার কাছে যে বইটি এসেছে সেটা নিয়ে একটু খোঁজ খবর নিতে।
“কিন্তু - - - - - - - - ” কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন টমাস ডালসন।
“হ্যাঁ আমি জানি বইটি আপনার কাছে নেই। কিন্তু একটা কথা টমাস ,বইটির খবর আপনি আমাকে প্রথমে দিলেই পারতেন।
- কিছু মনে করবেন না শন, আমি বইটি পাওয়ার পরপরই আমাকে WSO থেকে সিগন্যাল দেয়া হয়েছে বইটি যেন তাদের কাছেই দিয়ে দেয়া হয়।

এ বিষয়ে আর কথা বাড়ালেন না প্রফেসর শন। মনস্তির করলেন ভবিষ্যতে তার কোন আবিষ্কারের ঘোষনা WSO এর মাধ্যমে না দিয়ে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাবেন।

কৃষক ডালসন বইটি পাওয়ার ঘটনা মোটামুটিভাবে শনের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যা স্বাভাবিভাবেই পূর্বোক্ত ঘটনাগুলোর সাথে মিলে গেল। জানা গেল ডালসনের গাড়ির একটা একটা স্ক্রুর স্কাউল্যাব অংশ নষ্ট হওয়ায় তিনি গাড়িবান্দার একটি পরিত্যক্ত হিডটিটের প্রাইসম অংশ থেকে সেটা নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রাইসমে কালো মোড়কে কি একটা দেখে হাতে তুলে নিয়ে দেখতে পেলেন বইটি। প্রফেসর শন গাড়িবারান্দায় পরিত্যক্ত হিওটিটটিও দেখলেন। এটা তেমন কিছু নয় শুধু একটা হিওটিটের ভিতরের অংশ ছাড়া ধাতব দেহ কনক্রীটের মেঝেতে পড়ে আছে। তবে উপরের অংশ রিসাইকেলএবল না হওয়ার দরুন ওটার পুরোটাই অক্ষত অবস্তায় আছে। সাথে সাথে এটাও শন খেয়াল করলেন এই বইটা পাওয়া গেছে প্রাইসম অংশের প্রথম প্রকোষ্ঠে এর আগেরটা পাওয়া গিয়েছিল দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে, তার আগেরটা তৃতীয় প্রকোষ্ঠে আর সবার প্রথমটা ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠে। প্রাইসম অংশে আর কোন প্রকোষ্ঠ অবশিষ্ঠ নেই। তাহলে বইগুলো কি আর আসবে না? এ ধরনের একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে নিয়ে টমাস ডালসনের বাড়ী হতে বিদায় নিলেন প্রবীন প্রফেসর।

বাড়ীতে ফিরে ল্যাবরেটরীতে বসতেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। এরকম সময় সাধারণত শনের হাটা বা হালকা ব্যায়াম করার অভ্যাস। হালকা ব্যায়াম ঘরে বসে যন্ত্রের সাহায্যেও করে নেয়া গেলেও বাহিরের প্রাকৃতিক আবহাওয়া ঘরে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রফেসর সাধারণত সন্ধ্যার এই সময়টা বাহিরেই কাটান। কিন্তু আজ শন নতুন উদ্যমে গবেষণা আরম্ভ করলেন। ল্যাবরেটরীটা বেশ পুরনোই বলা চলে। এটি মূলত বানিয়েছিলেন তার প্রয়াত পিতা। বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানগুলো শন পেয়েছেন তার কাছ থেকেই। শৈশবেই পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে এটি পেয়েছেন শন।মূলত শনের ষোল বছর থেকেই নিয়মিত এখানে কাজ করছেন তিনি। ল্যাবরেটরীতে তার হাতেই তৈরী নানারকম সায়েন্টিফিক জিনিসপত্র

বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে কিছু কিছু যন্ত্রের কথা তিনি গবেষণার স্বার্থে এখনও প্রকাশ করেননি। এই যেমন ইয়েট প্লাস মাইক্রোস্কোপ। মূলবস্তুর কয়েশগুণ বিবর্ধন ক্ষমতা সম্পন্ন ইয়েট আবিষ্কার করেছিলেন রুকটাইল কালির আবিষ্কারের পরই। যে বইগুলো নিয়ে শন গবেষণা করছেন সেগুলো লেখা হয়েছে এই কালি দিয়েই। প্রাথমিক অবস্থায় অতিসূক্ষ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে শন চেষ্টা করে দেখেছেন কি একটা রহস্যময় কারণে মাইক্রোস্কোপগুলো রুক টাইল কালির লেখা বিবর্ধন করতে পারে না। এমনকি সামান্যতম বিবর্ধনও করতে পারছিলো না এগুলো। পরে গবেষণা করে জানতে পারেন রুকটাইল কালি হতে নির্গত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আলোক প্যাকেটগুচ্ছ মাইক্রোস্কোপের লেন্সের বিবর্ধন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটাতে দিচ্ছে না। এরপরই মূলত তার ইয়েট নামক মাইক্রোসস্কোপ আবিষ্কার। এই ইয়েট যন্ত্রের সর্বাধুনিক আবিষ্কার তিনি বের করেছেন ইয়েট প্লাস যার বিবর্ধন ক্ষমতা কয়েক লক্ষ গুণ কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বার্থে এখনও তা প্রকাশ করেননি। এরকমই বেশকিছু যন্ত্র আছে তার ল্যাবে।

সোয়াশ চেয়ারে বসলেন শন। সাথে সাথে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক ভাবাবেগের উদ্বেগ হল শনের। ইতিমধ্যে লুমেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কেউ মনে হল যেন ঘরে আসতে চাচ্ছে কিন্তু লুমেন তাকে বাধা দিচ্ছে। ব্যাপারটা দেখার জন্য ঘর থেকে বের হলেন শন। লক্ষ্য করে দেখলেন দরজার বাইরে একজন দাড়িয়ে আছে।
- মহামান্য শন, এই লোকটি নিজেকে WSO এর এজেন্ট পরিচয় দিয়ে আপনার সাথে দেখা করতে চাচ্ছে।অথচ সে আপনার উইরিয়াল সিগনালের কথা বলতে পারছেনা। বেশ একটু ক্রুদ্ধ হয়েই যেন বলল লুমেন।
- আসতে দাও। অনুমতি দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন প্রফেসর শন।

বেশ মোটাসোটা চুলহীন একজন লোক ঘরে ঢুকল ধীরপায়ে। অনেকটা নিজের বাড়ীর মতই ভাবলেশহীনভাবে বসে পড়ল সোফায়। এরকম নির্বিকার লোকদের মোটেই পছন্দ নয় শনের। কিন্তু একে কিছু বলতে পারলেন না শন। লোকটি সোফায় বসে পকেট থেকে কি যেন একটা বের করে ঠোটে ঘষে নিল।
- দুঃখিত শন, এতক্ষন কথা বলতে পারিনি। আমার ঠোটের স্নায়ুগুলো অবশ। কিছুক্ষণ পরপরই লেন্টালিন ঘষে এদের জাগিয়ে তুলতে হয়।
- এ ধরনের কথা আগে শুনিনি তো? এক ধরনের চাপা কৌতুহলভরে বললেন শন।
- হ্যাঁ তাও বটে! আস্কল কি এ রোগটাও নতুন আর চিকিৎসা পদ্ধতিটাও আমারই আবিষ্কার। বেশ একটা গর্বভরেই যেন কথাটা বলল লোকটি। লেন্টালিনের শিশিটা আবার ঠোটে ঘষতে ঘষতে বলতে লাগল প্রফেসর শন প্রথমে আমার পরিচয়টা দিয়ে নেয়া যাক। আমি প্রফেসর সাইমনবেল WSO এজেন্ট এবং নিওলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। আপনার সাথে সম্ভবত আমার WSO এর কোন এক সম্মেলনে আলাপ হয়ে থাকবে।
- সেটা খেয়াল করতে পারছি না বলে দুঃখিত। কিন্তু আপনার এখানে আসাটা ঠিক কি কারণে তা বুঝতে পারলাম না। সাইমন বেল কে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই কথাটা বললেন শন। আসলে কেউ একজন তার গবেষণার কোন অংশ নিয়ে কাজ করছে ব্যাপারটা তার মোটেই

পছন্দ নয়। এটাকে তার দু একজন বন্ধু সাইকোলজিক্যাল সংকীর্নতা বললেও তিনি তা মানতে নারাজ। তার উপর এই লোকটি তার গবেষণার সর্বশেষ বইটি নিজের কাছে নিয়ে রেখেছে। তাই সাইমন বেলের প্রতি ক্ষোভের পরিমানটাও খানিকটা বেশি।

- না তেমন কিছু না, আসলে আপনি এই রকম একটা বিষয় নিয়ে এতদিন ধরে গবেষণা চালিয়েছেন ব্যাপারটা আমি জানি। এটা নিয়ে আমারও একটু চাপা কৌতুহল ছিল। তাই WSO বলে রেখেছিলাম সর্বশেষ এ গিয়ে যদি কোন বই পাওয়া য়ায় তবে তারা যেন আমাকে দেয়। আপনাকে বললে হয়ত আপনি রিফিউজ করতেন তাই এরকম ভাবতে হয়েছিল। একটানা কথাগুলো বলে খানিকটা লেন্টালিন ঠোটে ঘষে নিলেন বৃদ্ধ প্রফেসর।

কথাগুলো শুনে এই ওষ্ঠস্নায়ুহীন প্রফেসরের প্রতি ক্ষোভটা যেন একটু বেড়েই গেল শনের। তাকে খানিকটা খোঁচা মেরেই বললেন তো বলুন এখন আপনি আরো কি নিতে এসেছেন।

- আমাকে ভুল বুঝবেন না প্রফেসর শন। আমি বইটি নিয়ে দু চার দিন আপনার ইয়েট মাইক্রোস্কোপে দেখেছি কিন্তু যে বিবর্ধন দেখতে পেয়েছি সেটা দেখে মনে হল এই বইটি সম্ভবত ওজিওটিক ভাষায় লেখা। তবে এই বিবর্ধন যথেষ্ট নয় বলে আমি কোন অংশই পড়তে পারিনি।

- তাই! খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে বেশ একটা চাপা স্বর কথাটা বললেন শন।

- আপনি ভাষাবিদও বটে। তাছাড়া এই ভাষার মূল কাজটি তো আপনি করেছেন তাই আমি আপনাকে বইটি দিচ্ছি। আশা করি এবার আপনার সফলতা আসবে। কথাটা বলে কালো কভারের একটা বই পকেট থেকে বের করলেন সাইমন বেল । রুদ্ধশ্বাসে সাইমনবেলের হাত থেকে বইটি নিলেন শন। তার বিশ্বাস করতে কষ্ট হল এটা তার ঊনিশ বছরের গবেষণার একটা অংশ। তিনি যেটা এখনই ইয়েট মাইক্রোস্কোপে পড়তে পারবেন। চিন্তায় তিনি এতটাই মগ্ন হলেন যে সাইমনবেলের চলে যাওয়াটা চোখে পড়ল না তার।

৪.

ইয়েট প্লাস মাইক্রোস্কোপে রুকটাইল কালিতে লেখা বইটির একটি পৃষ্ঠা কৌতুলহলভরে দেখতে লাগলেন প্রফেসর। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে শন আবিস্কার করলেন এই বইটির পুরোটাই অজিওটিক ভাষায় লেখা। কিন্তু তার নিজের উদ্ভাবিত অজিওটিক ভাষাই যেন পড়তে পারছিলেন না তিনি। মনে মনে ভাবলেন হয়ত অতিরিক্ত উত্তেজনায় তার মস্তিস্ক প্রয়োজনীয় উত্তেজনা গ্রহণ করতে পারছে না। শন বিশ্বাসই কতে পারলেন না তিনি উনিশ বছর ধরে যে রহস্যের কোন কুলকিনারা করতে পারেননি তার সমাধান এখন তার হাতে। ডুকলিন থেকে একটা বিট্রিওন পিল খেয়ে নিলেন শন। এখন যেন কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন প্রফেসর। ইয়েট প্লাসের সাথে একটি ফ্লাবিশ স্ক্রিন সংযুক্ত করে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন বইটি-

- আপনি যে সময়ে বইটি পড়ছেন এই বইটি তার খুব বেশীদিন আগে লেখা হয়নি। তবে আপনি যে রকম স্থান থেকে বইটি পড়ছেন আমি সেরকম কোন স্থান থেকে বইটি লিখিনি। আমার ধারনামতে আপনি সম্ভবত মিলকিওয়ে গ্যালাক্সিতে সূর্য নক্ষত্রের দ্বারা পরিচালিত পৃথিবী নামক একটা গ্রহে আছেন। আমার গানিতিক গননা ঠিক হলে সম্ভবত এটিই হবে। আমি আপনার গ্রহ থেকে শতেরশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ব্রন্টি গ্যালাক্সীর একটা নেবুলায় আছি। আপনারা এটার খোঁজ এখনও পাননি। সম্ভবত আরো কয়েকশ বছর পর পাবেন। প্রথমে আমার পরিচয়টি দিয়ে নেয়া থাক। আমি MBH324 । নামটি শুনে হয়ত আপনি একটু নড়েচড়ে বসতে পারেন। তবে হ্যাঁ আমাদের গ্রহ থেকে আমাদের এ ধরনের নামই দেয়া হয়েছে এবং সেখানে সাধারণত এ ধরনের নামই প্রচলিত।

এই যে, আমি বইটি লিখছি এটাকে আমার একটা আত্মজৈবনিক রচনাও বলতে পারেন। তবে হয়ত আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন আমি কিভাবে আপনাদের সম্বন্ধে জানতে পেরেছি এবং কিভাবেই বা বইগুলো পাঠাচ্ছি।আপনি সম্ভবত খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন এধরনে আরো কয়েকটি আপনাদের ভাষায় বলতে গেলে ক্ষূদ্রাকৃতির বই পৃথিবীতে আমি পাঠিয়েছি। এ সব রহস্য আমি আপনাকে ঠিকই বলব। তবে আপনি জেনে রাখুন এই বইটি সম্ভবত আপনি ছাড়া আর কাউকে পড়তে দেয়া হবে না। অবশ্য এটি আমি আমার অনুমান থেকেই বলছি। এর অন্যথাও হতে পারে।

প্রথমেই বলে নেয়া ভাল আমি যে নেবুলায় আছি এখানে আমি খুব বেশী দিন হল নেই। আমার মাতৃগ্রহে আমি আমার জীবনের ছাব্বিশটি বছর অতিবাহিত করেছি। তবে অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমি গ্রহটির নাম বা এটার অবস্থান সম্বন্ধে আপনাকে কোন সুস্পষ্ট ধারনা দিতে পারছিনা। বলতে পারেন ব্রন্টি গ্যালাক্সীর এই নেবুলায় আমাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে এবং এখানে পাঠানোর আগমুহূর্তে সম্ভবত আমার মস্তিষ্কের থেকে কিছু স্মৃতি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এজন্যই আমি প্রায় সব ঘটনাই মনে করতে পারলেও কিছু কিছু ঘটনা মনে করতে পারছিনা। ব্রন্টি ছায়াপথের এই নেবুলায় আমার আয়ু হবে আপনাদের পৃথিবীর হিসাবে মাত্র সাত মাস। আমার মস্তিষ্কের পিটুইটারী গ্রন্থিতে জমা করে রাখা ক্রুটাইল বিষটি আর কিছুদিন পরই সক্রিয় হয়ে উঠে বিষক্রিয়া ঘটানো শুরু করবে। অবশ্য আমি ঠিক করে রেখেছি এর আগেই আমি আমাকে শেষ করে

দেব। এই যে আমি এত তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যাব এজন্য আমার কোন আফসোস নেই কারণ আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমি যতটা বিচিত্রতা পেয়েছি সেটাই সম্ভবত একটা জীবনের জন্য যথেষ্ট। আমাকে আপনি মানুষও ভাবতে পারেন আবার অতিমানবও ভাবতে পারেন। আমাদের গ্রহের সব মানুষই আপনাদের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে অতিমানব। শুনে হয়ত খুবই আশ্চর্য হবেন যে আমরা মুলত আপনাদেরই পরবর্তী সংকরন । প্রকৃতি যে রকম সিষ্টেম দ্বারা চলছে সেটা আপনি জানেন না বলে হয়ত আমার আগের কথাটি শুনে কিছুটা বিস্মিত হতে পারেন।

আসলে মূল ব্যপারটা হল আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌছানোর পর আপনাদের সভ্যতা ধ্বংস করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর আমাদের গ্রহের শুরুটা হয়েছে আপনাদের শেষ থেকে। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যেটা সেটা হল আমরা আপনাদের সর্বশেষ অংশ হলেও এ বিষয়ে কোন ধারনা না নিয়েই আমরা সভ্যতা শুরু করেছি। সাথে সাথে এটা জেনেও আপনি আশ্চর্য হবেন যে আমাদের গ্রহের সভ্যতার বয়স খুব সম্ভবত একশ বছরের বেশী স্থায়ী করা হবেনা। প্রথম দিকে যে আমি উল্লেখ করেছিলাম আমি আমার জীবন সম্পর্কে ভিন্ন ধারনা পোষণ করি এটার পিছনে আমার আমার একটা জোরালো যুক্তি আছে। আমাদের গ্রহের কেউ পৃথিবী থেকে তাদের অস্তিত্বজনিত কোন স্মৃতিই আনতে পারেনি। কিন্তু আমি আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করেছি কোন একটা কারণে আমার মস্তিষ্কের আপনাদের সময়ের কিছু স্মৃতি সরানো হয়নি। এজন্য আমি ছিলাম আমাদের গ্রহের অন্যদের তুলনায় কিছুটা হলেও আলাদা।

এই অংশটুকু পর্যন্ত পড়ে স্ক্রিনটা বন্ধ করে দিলেন প্রফেসর শন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারলেন না এরকম কোন ঘটনাও ঘটতে পারে। সব রহস্যের সমাধান এখন হাতেই আছে। কয়েকলক্ষগুণ বিবর্ধণ ক্ষমতাসম্পন্ন ইয়েটপ্লাসের সাহায্যে তিনি পুরো বইটি অল্প সময়েই পড়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু শন ভাবতে লাগলেন সেটা ঠিক হবে কিনা। বইটি পড়লে শন ভবিষ্যতের অনেক কিছুই জানতে পারবেন যদি গ্রহচারির ওই কথাগুলো সত্যি হয়। আবার সে একথাও লিখেছে বইটি তাকে ছাড়া আর কাউকে পড়তে নাও দেয়া হতে পারে। এই কথাটারই বা ব্যাখ্যা কি? এরকম ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লেন শন।

লুমেন, বইটি স্লাইডে রাখ। বেশ একটা ব্যস্ত ভঙ্গিতেই বললেন প্রবীন প্রফেসর।

- মহামান্য শন, বইটির কোন রহস্যের সমাধান হল।
- রহস্যের সমাধান করব কিনা সেটাই ভাবছি ।
- আশ্চর্য তো। রহস্যের সমাধানের জন্য এত বছর চেষ্টা করলেন আজ সেটা হাতে পেয়েও সমাধান করবেন কিনা সেটা নিয়ে ভাবছেন? বইটি তো মনে হচ্ছে অজিওটিক ভাষায় লেখা।

- ঠিকই ধরেছ লুমেন। তবে জানতো আমাদের হিউম্যান মাইন্ড তোমাদের হিওটিটের মত নয়। এটা কখন কি করতে চায় তা নিজেই জানে না। কিছুটা হতাশ ভঙ্গিতেই যেন বললেন প্রবীন প্রফেসর।

আর কথা না বাড়িয়ে লুমেন বইটি মাইক্রস্কোপের ধাতব স্লাইডে রেখে বিদায় নিল। প্রফেসর শন আলতোভাবে বইয়ের কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে স্ক্রিনটি অন করলেন। স্ক্রিনে বেশ বড় করেই ভেসে উঠল

বইয়ের বিবর্ধিত পাতাটি-

আমাদের গ্রহে জন্ম বিষয়ক কোন ব্যপার ঘটেনা আরও সহজভাবে বলা যায় গ্রহের মানুষদের ঐ বিষয়ে কোন ধারনাই সম্ভবত দেয়া হয়নি তবে মৃত্যু ব্যাপারটি আছে । মৃত্যুহার কম হওয়ায় যে পাঁচ-ছয় হাজার কোটি মানুষ নিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল তার থেকে মানুষের সংখ্যা খুব একটা কমেনি। তবে এটা জেনে আপনি আরো আশ্চর্য হবেন পৃথিবীর ও আমাদের গ্রহের সভ্যতার একটা উৎপত্তিগত মিল থাকলেও সভ্যতা সম্প্রসারণের সময়ের কোনো পার্থক্য রাখা হয়নি। পৃথিবীর সভ্যতা যেমন চলছে তেমনি আমাদের গ্রহের সভ্যতাও ঠিকই চলছে অথচ আমরা কিন্তু পৃথিবীর সভ্যতার সর্বশেষ অংশ। ব্যাপারটা ভেবে মাঝে মাঝে আমিই হতবাক হয়ে যাই। প্রকৃতির সিষ্টেমের নিয়ন্ত্রক খুব সম্ভবত এ ধরনের খেলা খেলে এক ধরনের আনন্দ নিচ্ছেন। আমি শুধু আমাদের এই গ্রহ ও পৃথিবীর কথা জানি। কিন্তু এখন তো আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে আমাদের গ্রহের সভ্যতার শেষ অংশটুকু নিয়ে অন্য কোন গ্রহে কার্যকলাপ চলছে। কি বিস্ময়কর ঘটনাই না ঘটছে প্রকৃতিতে। এই যে আমি এত কিছু জেনে ব্রন্টি নামক গ্যালাক্সির নির্জন একটা নেবুলায় পড়ে আছি এটার একটা কারণ আমি নিজেও জানিনা। না হয় মানতে চাইলাম আমি এক ধরনের নির্বাসনে আছি কিন্তু আমি কেনই এই ব্যাপারগুলো জানি সেটা নিয়ে আমার অসীম আগ্রহ থাকলেও সে বিষয়ে আমি কিছু জানিনা। হয়ত বলা যায় প্রকৃতির সিষ্টেমের নিয়ন্ত্রক আমাকে নিয়েও একধরনের খেলা খেলছেন।

এরপর একটানা কয়েকপৃষ্ঠা জুড়ে বইটিতে ডট দেখতে পেলেন প্রফেসর। অস্পষ্টতাহেতু বোঝা গেল এই অংশগুলোতে কিছু লেখা ছিল। হয়ত এটাও ভাবা যায় এই বইটিও কোন মাধ্যমে এডিট বা সেন্সর হয়ে এসেছে। কথাটা ভাবতেই এক ধরনের এডভ্যানচার বোধ হল শনের। এরপর আবার স্ক্রিন ভেসে উঠল MBH324 এর লেখা।

আমার নামটা নিয়ে বেশ একধরনের মজার ব্যাপার আছে। সেটাই এখন আপনাকে বলব। তার আগে আমাদের এই গ্রহ নিয়ে একটু বলে নেই। প্রথমেই আপনাকে বলেছি আমাদের গ্রহের সবকিছুই পৃথিবী থেকে আলাদা। তাই আমার ঘটনাগুলো পড়তে হয়ত কিছুটা অবাস্তব মনে আপনি করতে পারেন। আমাদের গ্রহটা কোন আকৃতির কেউ কখনই তা স্পষ্টভাবে বলতে পারেনি। অত্যন্ত আশ্চর্য মনে হলেও বিশ্বাস করুন আমাদের গ্রহ প্রতি মিলিসেকেন্ড আকৃতি বদলায়। এজন্য আমি গ্রহটিকে বলি সচল আকৃতিবিশিষ্ট গ্রহ। আমাদের গ্রহের বায়ুমন্ডলে কোন অক্সিজেন নেই, আমরা শ্বষণকার্যে যে গ্যাসটা ব্যবহার করি তার নাম হল লিরুয়েট। সম্ভবত পৃথিবীর মানবসত্যতার শেষ অংশে বায়ু মন্ডলে অক্সিজেন কোন কারনেই হোক ছিলনা, তবে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ এতই বেশী হয়ে যায় যে সেটা অধিক ঘনত্বের কারণে লিরুয়েট গ্যাস পরিনত হয়। আমার ধারণমতে পৃথিবীর মানব সভ্যতার শেষ অংশে হয়ত মানুষ এই গ্যাসেই শ্বাসকার্য চালিয়েছে। সেটা হবেই না বা কেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন মানুষ হল অসম্ভব অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণী। যাই হোক আমাদের গ্রহের একটা ঠিক আপনাদের মতই নীল আকাশ আছে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলে মাঝে মাঝে আমার পৃথিবীর কথা মনে পড়ে যেত। অবশ্য আমি এখন যে জায়গাটায়

আছি সেটাকে বোধহয় মোটামুটি শান্তির জাহান্নামও বলা ভাল। শান্তি বলছি একারনে যে এখানে কারও আদেশ বা নির্দেশ পালন করতে হয় না অন্য কথায় দাসবৃত্তি করতে হয় না যেটা আমরা FSO এর নির্দেশে করেছি এবং যে রকম কাজ FD402 এর অধীনে করেছি। আমার চারপাশে গলিত জিংক তামা, বিষাক্ত গ্যাস।কিন্তু আমি রক্ষা পাছি মূলত প্লাটিনাম নির্মিত বিশেষ পোষাকের জন্য। এজন্যও আমার FD402 এর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কি বলেন? যাইহোক আমাদের গ্রহ নিয়েই বলি। আমার বয়স যখন একদিনও হয়নি তখনই আমাকে ধারনা দেয়া হয় আমরা একজন FD402 এর অধীনে আছি। এটা যে কে বা কি ধরনের জিনিস এটা নিয়ে তখনও কিছু জানতাম না। আমার কোড নাম দেয়া হল MBH324। কোডগুলো মূলত কিছু সাংকেতিক চিহ্ন প্রকাশ করে যা FD402 এরই দেয়া যার ব্যাখ্যা আমি অনেক পরে পেয়েছি। ব্যাপারটা আপনি নিজেই পরে বুঝতে পারবেন।

আমি যে গ্রহে থাকতাম সেখানকার মানুষগুলোকে আপনাদের ভাষায় ঠিক মানুষ বলা চলে না। যেমনটা আমিও বলতে চাই না। আপনি হয়ত খেয়াল করে থাকবেন আপনাদের পৃথিবীর মানব সভ্যতায় মানুষের মানবিক গুনাবলী ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। শুনে আশ্চর্য হতে পারেন এই সমস্ত গুনাবলী হারিয়ে সর্বশেষ পর্যায়ে মানুষ অনেকটা হিওটিটের দলে পড়বে। এই যেমন আমাদের গ্রহ অর্থাৎ আপনাদের সভ্যতার শেষ অংশের কিছু ঘটনাই না হয় আপনাকে বলি। আপনাকে আগেই বলেছি কোন কারনেই হোক আপনাদের বর্তমান সময়ের সামগ্রিক ধারনা আমার মস্তিষ্কে ছিল বলে আমি আমার গ্রহের লোকজনের এই রকম যান্ত্রিক আচরণ বেশীরভাগ সময়েই মেনে নিতে পারতাম না। আমার মা MBH321 জানেন না তিনি আমার জন্মদাত্রী । আসলে কি এরকমের সকল স্মৃতিই তার মস্তিষ্ক থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। তিনি আমাকে শুধুমাত্র পরিবারের একটা ইউনিটই মনে করতে শিখেছেন। তার সাথে আমার জন্য কোন মানবিক স্নেহ বা ভালবাসা জাতীয় কিছু নেই। তার এবং আমার বাবা MBH524 এর কাজই হল FD402 এর প্রেরিত প্রয়োজনীয় সিগনাল আমাদের মাঝে বিতরণ করা। আমাদের গ্রহের সবকিছুই মূলত সম্ভবত এখন পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে FD402 দ্বারা। FD402 আমাদের যে রকম সিগন্যাল পাঠাতো আমরা ঠিক সেরকম কাজ করার চেষ্টা করে যেতাম। এ জন্য আমি নিজেই আমাদের গ্রহের এই সভ্যতাকে বলি দাসত্বের সভ্যতা। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবেন আমাদের গ্রহের কেউ এর কোনদিন বিরোধিতা করেনি। কারণ হয়ত বুঝতেই পারছেন এদের মস্তিষ্কের পৃথিবী বিষয়ক অনেকটা অংশ আগে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আমি এই ব্যাপারটা পছন্দ করতাম না। আজকে আমি যে মোটামুটি একজন হিউম্যান ও সুপারহিউম্যান হয়েও ব্রন্টি গ্যালাক্সীর এই নেবুলায় ভাবলেশহীনভাবে পড়ে আছি তার কারণও এটাই। সেটা কিভাবে হল এখন আপনাকে সে বিষয়েই বলব।

FD402 আমাদের যে ধরনের সমস্যা দিত তার মধ্যে বেশীর ভাগ বাস্তবভিত্তিক গাণিতিক সমস্যা ও মানুষের মস্তিষ্ক ভিত্তিক কাজই থাকত। আমাদের গ্রহের প্রত্যেকটি মানুষই হল সুপার হিউম্যান সুতরাং এগুলো নিয়ে খুব একটা সমস্যা আমাদের হত না। আমাদের গ্রহের হিসাবে আমার বয়স যখন সাত মাস তখন আমাকে প্রথম একটি সমস্যা দেয়া হয়েছিল। সমস্যাটি ছিল আমাদের গ্রহ থেকে

দুইশ আলোকবর্ষ দূরে মিলিনিক নক্ষত্রের সুপারনোভা বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি আমাদের গ্রহে অদূর ভবিষ্যতে প্রভাব ফেললে তার তীব্রতা সভ্যতার কতখানি ক্ষতি করতে পারে এ বিষয়ক একটি গাণিতিক পর্যালোচনা। আমি বেশ কয়েকমাস সময় নিয়ে সমস্যাটার বেশ একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করে ফেলি। এই কাজের জন্য FD402 এর শুভেচ্ছা বিষয়ক সিগন্যালও পাওয়া যায় কিছু দিন পর। এরপর আমাকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। একের পর এক সমস্যার সমাধান করে আমি FSO এর শীর্ষপর্যায়ের একজন বিজ্ঞানী হিসাবে উঠে আসি। তখন আমার প্রধান কাজ হয় বিভিন্ন ফ্যামিলি ইউনিটকে FD402 এর দেয়া সিগন্যালগুলো পৌছে দেয়া এবং বিভিন্ন ফ্যামিলি ইউনিট থেকে আসা সমস্যার সমাধানগুলোর প্রাথমিক ভুল ত্রুটিগুলো দেখে FD402 কে প্রেরণ করা। এই তথ্যগুলো প্রেরণ করা হয় অডিয়াম নামক কম্পিউটারের মাধ্যমে । তারপরও যে আমাকে দাসবৃত্তি করতে হয় না তা নয়। তবে এই পর্যায়ে আসার পর আমাকে সাধারণত মানব মস্তিষ্কের জটিল সমস্যাগুলো দেয়া হয়। এই যেমন FSOএর শীর্ষ পর্যায়ে আসার পর আমি যে সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করি সেটা হল মানব মস্তিষ্কের কোটি কোটি নিউরনের মধ্যে যে নিউরনগুলি আনন্দ জাতীয় ব্যাপারগুলো পরিবহন করে তাকে নিস্ক্রিয় করতে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকশক্তির কোন ব্যবহার করা যায় কিনা সেটা। বলে রাখা ভাল এ সমস্যার আমি কোন সমাধান করতে পারিনি। তবে আমার কেন জানি এক প্রকার ভাবনা হয় সমস্যাটির প্রকৃতি নিয়ে। এই সমস্যার সমাধান হলে FD402কি মানুষের আনন্দ বা এই জাতীয় সংকেতগুলো তুলে নেবে। ঘটনাটি আমি মন থেকে মেনে নিতে না পারলে মনকে এই বলে শান্ত্বনা দিলাম যাই হোক এটার এখনও তো কোন সমাধান হয়নি সময়ই বলে দেবে ঘটনার গতির দিক।

একদিন FSO এর সম্মেলনশেষে অডিয়াম কম্পিউটারের পশ্চিম অংশে কি যেন একটা বিষয় সমাধানের চেষ্টা করছি এমন সময় অমায়িক পদার্থবিদ ক্রুবো - ২৪ আমার পাশে এসে বসল। ক্রুবোকে বলা হয় আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে সফল বা উজ্জ্বল পদার্থবিদ। অমায়িক এই ভদ্রলোকের সাথে আগেই আমার পরিচয় ছিল ফলে ঘনিষ্টতাও কিছুটা ছিল। অডিয়াম কম্পিউটারের সামনে আমার পাশের আসনে বসে এক ধরনের হাসি দিল ক্রুবো। তার এ রকম একটা হাসি দেখে আমার প্রথম সমস্যার কথা মনে পড়ে গেলো। আমার ভাবতে কষ্ট হল সমস্যাটির সমাধান হলে এই পদার্থবিদের মতো অনেকেরই মুখের হাসি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই ব্যাপারটি নিয়ে আমি একটু তার সাথে আলোচনা করতে চাইলাম।

- ক্রুবো আপনি কি আমার প্রথম অসমাধানকৃত সমস্যাটি সম্বন্ধে জানেন? প্রথমেই আমি বেশ ভনিতা করে জিজ্ঞাসা করলাম।
- না, ঠিক জানি না।
- আমি FSO তে আসার পর প্রথম যে সমস্যাটি দেয়া হয়েছিল সেটা।
- ও, হ্যাঁ ওটা নিয়ে আমি জানতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু... ।আমি কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কোন সমস্যা।
- না, ঠিক তা নয় তবে অডিয়াম কম্পিউটার জানাল ওটা নাকি অন্য কাউকেই জানতে দেয়া হবে না।
- এটাই বলেছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

- হ্যাঁ।
- আপনাকে আমি প্রাথমিক একটা ধারণা দিই। কি বলেন?
- কিন্তু ব্যাপারটি কি ঠিক হবে। উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন ক্রুবোকে।
- অডিয়াম কম্পিউটার কারো মাধ্যমে জানতে না পারলেই ঠিক হবে। আপনি ভুলে যাবেন না আপনি পুরোটাই হিউম্যান। কারো আদেশ নির্দেশ আপনি মানবেন কিনা সেটা ভাবার বা করার পূর্ণ অধিকার আপনার আছে। বেশ একটা বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে বললাম আমি।
- ঠিক আছে বলুন।
- তার আরো বলুন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনি কি হাসতে চান?
- অবশ্যই। কেন এ বিষয়ক কোন ব্যাপার। খানিকটা যেন আশ্চর্য হয়েই জিজ্ঞেস করলেন ক্রুবো।
- হ্যাঁ যদি বলি সমস্যার সমাধান হলে আপনি আর হাসতে পারবেন না।
- রসিকতা না করে আসল ব্যাপারটাই বলুন না।
- ব্যাপারটি হল এটাই ক্রুবো, আমাকে যে সমস্যাটি দেয়া হয়েছিল সেটার আমি সমাধান করতে পারিনি কথাটা সত্য সেই সাথে এটাও সত্য সমস্যাটির আমি কোন রকম সমাধান বের করতে চাইনি।
- কারণ? উৎসুক চোখে জিজ্ঞাসা করলেন ক্রুকে।
- আসলে সমস্যাটি ছিল মানুষের নিউরনের এমন কিছু অংশকে ভোতা করে দিতে হবে যাতে তারা আনন্দ জাতীয় ব্যাপারগুলির সংবেদন গ্রহন করতে না পারে।
- সত্যিই বলছেন? এরকমটাও হতে পারে নাকি।
- সত্যিই তাই। বেশ জোরের সাথে আমি বললাম। কিন্তু তবুও সম্ভবত ক্রুবো এটাকে রসিকতা বলেই ধরে নিয়ে হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন আমার কাছ থেকে। তবে এটাকে যে তিনি কি পর্যায়ে নিয়ে গেছেন সেটা বুঝতে পারলাম অডিয়াম কম্পিউটারের কাছে আমার ডাক শুনে। FSO এর পূর্বাংশের ওডিয়াম কম্পিউটারের জায়ান্ট স্ক্রিনের সামনে আমাকে সবশেষে দাড়াতেই হল।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই বুঝতে পালাম আমি যার উপর দাড়িয়ে আছি সেটা ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। এরপর বেশ কিছু বর্নিল প্রকোষ্টের মধ্য দিয়ে আমি যেখানে পৌছালাম সেটার আকৃতি ঠিক বুঝতে পারলাম না কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম আমার ঠিক সামনেই অডিয়াম কম্পিউটারের জায়ান্ট স্ক্রিন।

- স্বাগতম FSO এজেন্ট MBH324 । আপনাকে কেন ডাকা হয়েছে যে বিষয়ে আপনার কি কোন ধারণা আছে?
- না।
- আপনি FSOএর একজন এজেন্ট এটা কি আপনার জানা আছে।
- হ্যাঁ।
- আপনার গবেষণাকৃত ফলাফলে FD402 বেশ ভালোই খুশি এটা কি আপনি জানেন।
- শুনেছি।
- এই গ্রহে আপনার কি কোন মেজর অসুবিধা হচ্ছে বলে আপনি মনে করছেন MBH324 ।
- না।
- তবে FD402 এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার শক্তি আপনি কোথায় পেলেন।
- মানে, একটু যেন ভয়ে ভয়েই বললাম আমি।
- আপনি FSO তে অংশ নেয়ার পর প্রথম অসমাধানকৃত সমস্যা

লোকসমক্ষে প্রকাশ করেছেন? বেশ যেন একটু জোর দিয়েই বলল অডিয়াম কম্পিউটার।
- কিন্তু সমস্যাটি তো অসমাধানকৃত। আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম।
- আপনি কি জানেন না কোন সমস্যা সমাধানকৃত বা অসামাধানকৃত যাই হোক না কেন তা অডিয়াম কম্পিউটার ও FD402এর অনুমতি ব্যতিরেখে প্রকাশ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।আমি কোন উত্তর খুঁজে না গেলে চুপ করে থাকলাম।
- আপনার এই অপরাধের শাস্তি কি আপনি জানেন? সাধারণভাবে কোন ফ্যামিলির কোন ইউনিট এরকম অপরাধ করলে তাকে দুমাস ক্র্যাক নেবুলায় রাখা হয়।
নেবুলার কথা শুনেই কেমন জানি গা গুলিয়ে উঠল আমার। আমি ভাবতে লাগলাম ক্র্যাক নেবুলায় অসংখ্য মহাজাগতিক শক্তির সাথে আমিও নির্জীবভাবে পড়ে আছি। অডিয়াম কম্পিউটারের পরের কথা শুনে একটু চমকে উঠলাম।
- তবে এর অনেক জটিল সমস্যার অসাধারণ সমাধান আপনি দিয়েছেন। তাই এবারের মত FD402আপনাকে সুযোগ দিচ্ছে। তবে খেয়াল করবেন অডিয়াম কম্পিউটার বা FD402 অনুপস্থিত নয়। সবধরনের খবরই আমাদের কাছে জমা হচ্ছে। ভাববেন না কোন কিছু গোপনে করলেই সেটা গোপন থাকবে। বেশ একটা শাসন করার ভঙ্গিতে বলল ওডিয়াম কম্পিউটার।
- বুঝতে পারছি। নরম গলায় বললাম আমি।

কথাটা বলেই অডিয়াম কম্পিউটারের জায়ান্ট স্ক্রিনটা বন্ধ হয়ে গেল। সেই সাথে পুরো ঘরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। খেয়াল করলাম আমাকে নিয়ে নিচে নামা পাতাটনটি আবার উপরে উঠতে শুরু করেছে। অবশেষে আবার বর্নিল সব প্রকোষ্ট পেরিয়ে উপরে উঠে আসলাম।
অডিয়াম কম্পিউটারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমার যে কাজটা করা উচিত ছিল সেটা হল ক্রুবোর সরাসরি মুখোমুখি হয়ে শোনা অডিয়াম কম্পিউটার কিভাবে এটা জানতে পারল। কিন্তু কেন জানি ক্রুবোর সাথে দেখা করার কোন ইচ্ছা আমার হল না। FD402 মূলত সকল কর্মকান্ডই চালায় অডিয়াম কম্পিউটার দিয়ে। সুতরাং বিশালায়তন এই কম্পিউটার যে এই জিনিস গুলোও সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখে সে ধারণা আমার আগে ছিল না। বেশ ভাল রকম একটা শিক্ষা নিয়ে FSOএর গবেষণাগারের দিকে রওনা হলাম।

৫.

আমি যে গবেষণাগারের কাজ করি সেটাকে অনেকটা চলমান গবেষণাগারও বলা যায়। কেননা আমাদের গ্রহের বিভিন্ন সার্কেলে অবস্থিত অপটিবল ক্যামেরায় ধারনকৃত দৃশ্য এখানে প্রদর্শিত হয় এবং সেই সাথে এখান থেকেই নিরাপত্তার প্রাথমিক ব্যবস্থাগুলো নেয়া হয়। এছাড়া ম্যাককো- ১ ও ম্যাককো- ২ এর কার্যক্রমগুলোও এখান থেকে পরিচালনা করা হয়। গবেষণাগারে ঢুকে আমি আমার ডেস্কের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এমন সময় লক্ষ্য করলাম আমার সহকর্মী কফলিন মনোযোগ দিয়ে জায়ান্ট স্ক্রিনে কিছু একটা পড়ছে। কৌতুহল চেপে রাখতে না পেরে আমি কফলিনের পাশে এসে দাড়ালাম।

- নোটিশটা লক্ষ্য করেছ MB।কফলিন আমাকে সাধারণত এ নামেই সম্বোধন করে।

আমি বললাম কোন নোটিশটা।

- ঐ যে রেড রুকটাইল কালির মোটা লেখাটা।
- ওহ। আমি মনোযোগ দিয়ে নোটিশটা পড়তে লাগলাম।
- এটা চাওয়ার কোন দরকার ছিলনা। কথাটা বলেই বিদায় নিল কফলিন।

বিষয়টা তেমন কিছুই নয়। গ্রহের মানুষদের মৃত্যুর পর সাত ঘন্টার মধ্যে FSO কে জমা দেয়ার কথা থাকলেও এখন সেটা পরিবর্তন করে দুইদিন করা হয়েছে। আমিও লেখাটা পড়ে কফলিনের মত মাথা নাড়তে নাড়তে বিদায় নিচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একটা প্রশ্ন আমাকে পেয়ে বসল। আমি চিন্তা করতে লাগলাম আচ্ছা এই মৃতদেহগুলো নিয়ে FSO তথা অডিয়াম কম্পিউটার কি করে। আমার মাথায় পৃথিবীর সভ্যতার কিছু অংশ আছে বলে আমি খেয়াল করে দেখেছি আমার কৌতুহল আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ যে কোন জিনিসের ব্যাপারেই খুব বেশী। এবারের কৌতুহলটাও আমাকে বেশ ভালো ভাবেই পেয়ে বসল। আমি চিন্তা করে দেখলাম এর রহস্য জানা উচিত। অবশ্য আমি জানি FD402 বা অডিয়াম কম্পিউটারের কর্তৃক নিষিদ্ধ সব জিনিসেই একধরনের রহস্য লুকিয়ে আছে। এই যে আমি কিছুক্ষণ আগেই অডিয়াম কম্পিউটারের কাছে আমাকে নেবুলায় পাঠানোর মত হুমকি শুনে এলাম এটাও আমার কাছে অর্থহীন মনে হতে লাগল। আমি ঠিক করলাম এই কৌতুহলেরই আগে নিবৃত্তি হোক। একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম এই মৃতদেহগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নেয়া অডিয়াম কম্পিউটার কর্তৃক নিষিদ্ধ। একটু আশাহত হয়ে আমার ডেকে বসে আছি। নানারকম চিন্তা ভাবনা করছি এমন সময় মনে হল পুরো জিনিসটা জানা অপরাধ হতে পারে। হয়ত এরকম কোন সিষ্টেমের বর্ণনা অডিয়াম কম্পিউটারকেই দেয়া আছে। নিজে এটা বিচারের আগে সম্ভবত সে তার সিষ্টেমের সাথে ঘটনার বর্ণনাটুকু মিলে নেয়। অংশ অংশ করে আমাকে নিয়ে কোন অভিযোগ করলে হয়ত সে প্রতিটি ঘটনার অংশকেই তার সিস্টেমের পুরো ঘটনার সাথে মিলিয়ে নেবে। যে সামান্যটুকু মিলও সে পাবে তাও নিশ্চয়ই অভিযোগ প্রমানিত হওয়ার মত হবে না। বিষয়টা প্রমানের জন্য আমি একটা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি আমার এক সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করলাম FSOতে যোগ দেয়ার পর আমাকে প্রথম যে সমস্যাটি দেয়া হয়েছিল সেটা আমি যে সমাধান পারিনি তা জানো। সে বলল হ্যাঁ জানি। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম সমস্যাটি কি ছিল কি তুমি জান? সে উত্তর দিল - না। এরপর আমি তাকে বিদায় দিলাম।

এরপরের সপ্তাহে বাড়ীতে ফিরে আমার মাকে আমি বললাম FSO প্রথম যে সমস্যাটি আমাকে দিয়েছিল সেটি সমাধান হলে তুমি হাসতে পারবে না এটা কি জান। আমার মা মুখটায় একটা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন তাই হয় নাকি। এরপর আমি আর কথা বাড়ালাম না। পরদিন বাড়ী থেকে FSO এর গবেষণাগারে আসব তার আগে আমার ভাইকে বলে আসলাম FSO প্রথম আমাকে যে সমস্যাটি দিয়েছিল সেটা হল এই পর্যন্ত বলে আমি থেমে গেলাম। আমার ভাই এরপরের কথা শোনার জন্য জেদ করার আগেই অক্টোবিট ভেইকলের২৪ মেশিনটা অন করে দিলাম। অফিসে এসেই কফলিনের সাথে দেখা। তাকেই আমি বলে বসলাম মস্তিষ্কের আনন্দ জাতীয় ব্যাপারগুলো যে নিউরন পরিবহন করে তাদের নিস্ক্রিয় করার ক্ষেত্রে তড়িৎও চৌম্বকক্ষেত্রকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। FSO আমাকে প্রথম সমস্যাটি দিয়েছিল সেটা আমি এই কয়েকজন মানুষকে অংশ অংশ করে বললাম ঠিকই কিন্তু কেউই কিছু বুঝতে পারল না। অডিয়াম কম্পিউটারের ভাষ্য মতে এই গোপন ব্যাপারটি লোকসমক্ষে প্রকাশ করা যাবে না। অর্থাৎ তার হিসাবে আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি,কিন্তু করেছি অংশ অংশ করে মানে সামগ্রিকতা নেই যা আছে সেটা হল ঘটনার বিক্ষিপ্ততা। এখন আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম অডিয়াম কম্পিউটারের আচরণ কেমন হয়। আশ্চর্যের সাথেই যেটা লক্ষ্য করার কথা ছিল সেটাই লক্ষ্য করলাম। কয়েকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেও দেখতে পেলাম অডিয়াম কম্পিউটার আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনছে না।

এই ঘটনা আমাকে আরো উৎসাহিত করে তুলল। এবার আমি আমার কৌতুহলের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। তবে ভেবে নিলাম মৃতদেহ নিয়ে কারবারটা আমাকে কোন একজন বা কোন উপায়ে অডিয়াম কম্পিউটারের কাছ থেকে না জেনে অংশ অংশ করে জানতে হবে। একটু খোঁজ করে জানতে পারলাম মৃতদেহগুলো প্রথমে জমা দেয়া হয় ডিমটাইল অঞ্চলের YK072 এর কাছে। আমি আর দেরী না করে অক্টোবিট ভেইকলের ইঞ্জিনটা চালু করে দিলাম। ঘন্টাখানেকের মধ্যে YK072 এর ল্যাবরেটরীতে এসে পৌছালাম। YK072 বাহিরে বারান্দায় পথচারী করছিল। আমাকে দেখে যেন কিছুটা হকচকিয়ে গেল । অক্টোবিট ভেইকেলের ইঞ্জিন বন্ধ করে নামতে না নামতেই সে আমার সামনে এসে হাজির হল। বেশ একটা অস্বস্থি নিয়েই আমাকে জিজ্ঞেস করল।

- কি ব্যাপার আপনি, কোন অ্যাপোয়েন্টমেন্ট ছাড়া।
- আমি MBH 324 , FSO এজেন্ট।
- কিন্তু আপনার সাথে তো আমার কোন সাক্ষাৎ করার কথা ছিল না।
- সেটা ঠিক আছে।
- তবে। বেশ যেন উদ্বিগ্নভরেই জিজ্ঞাসা করল YK072।
- আমাকে এখানে একটা কাজে পাঠানো হয়েছে। আমি মিথ্যা বলতে লাগলাম YK072 কে।
- আপনার সাথে কি কোন মৃতদেহ আছে?
- না আসলে আমি এসেছি আপনার কাছে যে মৃতদেহগুলো গত পনের দিনে এসেছে সেগুলো নিয়ে একটা পরিসংখ্যান করতে। বলতে পারেন FSOতে এটাও আমার একধরনের কাজ।
- কিন্তু এ ধরনের তথ্যগুলো আমি নিয়মিতই FSO কে নিজেই দিয়ে আসি।
- কর্তব্য বলে একটা কথা আছে তো আছে আমি তো সেটা অস্বীকার করতে পারিনা। এখন আপনার একটু অনুমতি পেলে আমি আপনার

তথ্যগুলো একটু দেখতে চাই। আমি YK072কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলাম।
- তবে আসুন।
আমি YK072। এর সাথে তার ল্যাবরেটরী দিকে রওনা হলাম।

যদিও আমি জানি আমি যে কাজগুলো এখানে করব বা তথ্যগুলোর সবই সে অডিয়াম কম্পিউটারকে জানাবে। তারপরও আমি এ ধরনের কাজ করছি কারণ আমি জানি এটাতে কোন অপরাধ অডিয়াম ধরতে পারবে না।
YK072। এর ল্যাবরেটরীতে পাঁচটি কফিনাকৃত মৃতদেহ দেখতে পেলাম। সে জানাল এগুলো নাকি ক্যামিকেল দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা আছে। আরো দু'চারটা কথাবার্তা বলে আমি তার কাছ থেকে শোনার চেষ্টা করলাম মৃতদেহগুলো সে কোথায় পাঠায়। কিন্তু কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বলাতে পারলাম না। শেষ চেষ্টা হিসাবে আমাকে একধরনের চাতুরীর আশ্রয় নিতে হল। আমি আগেই জানতাম এই মৃতদেহগুলো তরল কসকিটোভিক দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। এদের সাধারণত এক ধরনের বোটকা গন্ধ থাকে সেটা একবার গ্রহণ করলেই বোঝা যায়। আমি একটু ঘুরে একটা মৃতদেহের কাছে গিয়ে কৃত্রিমভাবে শ্বাস নেয়ার ভঙ্গি করে বললাম YK072 এই মৃতদেহটির প্রক্রিয়াজতকরণ ব্যবস্থায় সম্ভবত কোন ভুল হয়ে থাকবে। এটার থেকে আমি তো কোন বোধকর গন্ধ পাচ্ছি না। কথাটা বলে আমি চুরুট খাওয়ার লাইটারটার ভিতরের দাহ্য তরলের শিশির মুখের স্কূটা খুলে নিলাম। এই তরলটার গন্ধ সাধারণত একটু ঝাঁঝালো ধরনের হয় ঠিক অ্যামোনিয়ার মত। YK072 তড়িঘড়ি করে এসে গন্ধ নেয়ার চেষ্টা করল বটে কিন্তু যেটার গন্ধ পেল সেটা হল তরল নিলোমিয়া। পাংশু মুখ নিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকল YK072 । আমি YK072 এর হতবুদ্ধ অবস্থাটা বুঝতে পেরেছি এমন একটা ভান বললাম এরকম ভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকলে তো চলবে না। তুমি প্রক্রিয়াজাত মৃতদেহগুলো যার কাছে পাঠাও তার সাথে আলোচনা কর। পরম বন্ধুর মত সে উপদেশটি গ্রহণ করে ছুটে গিয়ে আমার সামনেই ল্যাবরেটরীতে জায়ান্ট স্ক্রিনটা চালু করে দিল। উত্তেজিত কন্ঠে YK072 বলতে লাগল-
- প্রফেসর রুকভল্ট52 আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?
- হ্যাঁ পাচ্ছি।
জায়ান্ট স্ক্রিনে রুকভল্টের চেহারা ভেসে উঠল। ল্যাবরেটরীতে রুকভল্ট কি জানি একটা কাজ করছিলেন। এ অবস্থাতেই তার ছবি জায়ান্ট স্ক্রিনে আমরা দেখতে পেলাম।

- রুকভল্ট52 মৃতদেহগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরনে একটু অসুবিধা হয়েছে।
- কি রকম?
রুকভল্ট52 ও YK072 কথা চালিয়ে যেতে থাকল। সেই সাথে আমিও জায়ান্ট স্ক্রিনে রুকভল্ট52 এর FS সিগন্যালটি দেখে নিয়ে ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার কাজের একটা ধাপ শেষ হল। এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হল রকভল্টের সাথে দেখা করে জানতে হবে সে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা মৃতদেহগুলো নিয়ে কি করে। রুকভল্ট52 এর সিগন্যালটি জানা আছে। সুতরাং এটা থেকে তাকে খুঁজে বের করা কোন ব্যাপারই হবে না আমি মনে মনে ভাবলাম।

রুকভল্ট52 এর বাড়ীতে যখন পৌছালাম তখন ছিল পড়ন্ত দুপুর। রুকভল্টের একজন সহকারী আমাকে মিনিটবিশেক বসিয়ে রাখলেন। বেশঝানু লোক এই সহকারী। অনেক পথ মাড়িয়েও কোন কথা বের করতে পারলাম না। অবশেষে সে বলেই দিল সে নাকি রুকভল্ট52 এর নতুন সহকারী এবং তার কার্যকলাপ খুব একটা জানে না। আমি তার এই ভানটা বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারলাম যখন রুকভল্ট52 এর এলোবেশিয়ানটির সাথে তার বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা দেখলাম। এরা সাধারণত অতিউচু বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের অধিকারী প্রাণী। এদের সাথে ভাব জমানোটা দু'এক মাসের কাজ না। লোকটির ভন্ডামো নিয়ে কিছু একটা বলতে যাব এমন সময় দেখি রুকভল্ট52 আমার সামনে এসে পড়েছেন। আমি রুকভল্টকে আমার পরিচয় দিতেই তিনি বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আমাকে নিজেই নিয়ে গেলেন তার ল্যাবরেটরীতে। খেয়াল করলাম কোন কারণেই হোক রুকভল্ট52 আমার সাথে বেশী কথা বলছেন না। রুকভল্ট লোকটা বেশ নিঃসঙ্গই সম্ভবত হবেন। তার একটা সহকারী আর এলোবেশিয়ানটা ছাড়া সম্ভবত কথা বলার কেউ নেই। আমিও মনে মনে বিরক্তি বোধ না করে বুড়ো প্রফেসরের সাথে ভাব জামাতে চেষ্টা করলাম, অবশ্য সেটা আমার নিজের জন্যই। এরফলে লাভও দেখলাম হল তৎক্ষনাৎ। রুকভল্টের সাথে আমি সৈজন্য সাক্ষাতে এসেছি এটা জানামাত্রই সে নানা প্রকার গল্প জুড়ে দিল। লক্ষ্য করলাম রুকভল্ট52 লোকটা তার গবেষনাকর্ম নিয়ে বেশ একটু অহংকারী। আমিও তার মন পাবার জন্য তোষোমোদ করছি এমন সময় দেখি ল্যাবরেটরির জায়ান্ট স্ক্রিনটার সামনের টেবিলে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাথে একটা মোটামুটি সাইজের ধাতব কস্টাইল পাতে একটা জটিল নকশা আঁকানো আছে। আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম জিনিসটা কি সেটা দেখতে। সুযোগ এল একটু পরেই। হঠাৎ করেই এলোবেশিয়ানটা ল্যাবরেটরীতে ঢুকে একটা থার্মোমিটার মুখে তুলে নিল। এই এই শব্দ তুলে প্রফেসর সেদিকে দৌড়াতে শুরু করলেন। সেই সুযোগে আমি পকেট থেকে ক্সান্টোজিল কাগজ বের করে কস্টাইল পাতের ছাপটা তুলে নিলাম। আর বলবেন না এই এলোবেশিয়ানটাকে নিয়ে আর পারিনা। ছয়মাস ধরে এ আমার কাজে তবুও ঠিক পোষ মানতে চাচ্ছে না। অভিযোগে সূরেই কথাটা যেন বললেন বৃদ্ধ প্রফেসর। আমি বোকার মত মাথা নেড়ে এক ধরনের ভঙ্গি করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে ব্যাপারটা আমি বেশ ভালোভাবেই বুঝেছি। তিনি বললেন যে প্রক্রিয়াজাত মৃতদেহগুলো নিয়ে নাকি তার তেমন কাজই নেই। তিনি শুধু মৃতদেহগুলোর নিউরনের সম্মিলিত করে একটা ইউনিটে পরিনত করে FSO কে জমা দেন। রুকভল্ট52 এর কাছ থেকে এই প্রক্রিয়া জেনে ফিরে এলম।

ক্সান্টোজিল কাগজে যে ছাপটা তুলে এনেছিলাম জায়ান্ট স্ক্রিনে তার একটা বিবর্ধিত রূপ দেখে নিলাম। দেখে এটাকে মোটামুটি পাসওয়ার্ড বা গোপন সংকেত বিয়ষক কিছু একটা মনে হল। এখানে যেটা লেখা আছে সেটা এরকম SOCDZ2M39U0I। এটা অডিয়াম কম্পিউটার কোন গোপন সংখ্যা হবে বলেই ধরে নিলাম। ব্যাপারটা ধরতে পেরে আমার এক ধরনের স্বস্তিবোধ হতে লাগল।

অডিয়াম কম্পিউটার আমাকে ব্যবহার করতে দেয়া হয় প্রতি সপ্তাহের দুদিন। এ সপ্তাহের শেষ হতেই এখনো দুদিন আছে। আমি রহস্য সমাধানের এ পর্যায়ে এসে অস্থির হয়ে গেলাম।

অডিয়াম কম্পিউটারে গোপন সংখ্যাটি প্রবেশ করাতেই জায়ান্ট স্ক্রিনে ভেসে উঠল।
- দুঃখিত।
ব্যাপারটি দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। তবে আমার দৃঢ় ধারনা ছিল এই সেংখ্যাটির ভেতরেই যে কোনভাবে লুকানো আছে প্রয়োজনীয় পাসওয়ার্ডটি। এভাবে আমি কি যেন ভেবে O লিখে অডিয়াম কম্পিউটারকে বিশ্লেষণ করতে দিলাম। জায়ান্ট স্ক্রিনে এবার নেয়া উঠল।

- দুঃখিত। অডিয়াম কম্পিউটারের কোন অংশের সাথেই এটি ম্যাচ করছে না।
এবার আমি পৃথক পৃথকভাবে অডিয়াম কম্পিউটার সবগুলো লেখাই বিশ্লেষণ করতে দিলাম। বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলাম I, U, D, M অক্ষরগুলো দিলে প্রতিবার লেখা উঠছে আগের মতই অর্থাৎ অডিয়াম কমিপউটারের কোন গোপন সংখ্যাতেই এই এই অক্ষরগুলো নেই। একটু পূর্নবিন্যাস করে দেখলাম O, I, U, D, M বর্নগুলো OIUDM (অডিয়াম)ই প্রকাশ করে অর্থাৎ ক্সান্টোজিল কাগজে যে গোপন অক্ষরটি নিয়েছিলাম তার মধ্যে এগুলো বাদে বাকী যে বর্ণগুলো থাকবে তারা অবশ্যই অডিয়াম কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড হবে। অবশেষে আমাকে মানতেই হল বৃদ্ধ প্রফেসর রকভল্ট অবশ্যই একজন জাদরেল লোক। SCZ2390 অক্ষরগুলো সবগুলো লিখে অডিয়ামকে বিশ্লেষণ করতে দিলাম। জায়ান্ট স্ক্রিনে লেখা উঠল দুঃখিত । তবুও আমি নিশ্চিত ছিলাম এটা দিয়েই কাজ হবে। বর্ণগুলো নিয়ে আর কি করা যায় ভাবছি এমন সময় অডিয়াম কম্পিউটার জায়ান্ট স্ক্রিন বন্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ আজকের মত আমার সময় শেষ। রহস্য সমাধানের জন্য আমাকে আগামীদিনের জন্য অপেক্ষা করতেই হল।

৬.

রাতে উত্তেজনায় আমার ঘুম হল না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই রওনা দিলাম FSO এর অফিসের দিকে। অফিসে আমার ডেস্কে বসে ভাবছি কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। হঠাৎ আমার মাথায় বিন্যাস নিয়ে একটা চিন্তা খেলে গেল। ভেবে দেখলাম SCZ239D বর্ণগুলোকে বিভিন্নভাবে বিন্যাস করে মোট পাঁচ হাজার চল্লিশটি সাজানো সংখ্যা পাওয়া যাবে অর্থাৎ এদের মধ্যে যে কোন একটি সংখ্যা হল অডিয়াম কম্পিউটারের রুকভল্ট52 এর পাসওয়ার্ড। যদি প্রতিসেকেন্ডে ২টি সাজানো সংখ্যাও অডিয়াম কম্পিউটারকে ইনপুট দেওয়া যায় তাহলে আমার মোট সময় লাগে ৪২ মিনিট। এই ৪২ মিনিটের মধ্যে যে কোন মিনিটেই অডিয়াম কম্পিউটার তার পাসওয়ার্ড পেয়ে যাবে। কিন্তু আমাকে সময় দেয়া হবে মাত্র ২২ মিনিট। সুতরাং এর মধ্যেই কাজ না হলে আমাকে আরো সপ্তাহখানেক অপেক্ষা করতে হবে রহস্যভেদের জন্য। যদিও এটা একা হাইপোথিসিস , বাস্তবায়ন করা হলেই যে ফলা পাওয়া যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই, তারপরও দেখা যাক কি হয়। এরকম সাত পাঁচ মনে মনে ভাবছি এমন সময় আমার ডাক এল অডিয়াম কম্পিউটার ব্যবহার করার।

অডিয়াম কম্পিউটারের পশ্চিমাংশের আসনে বসতেই এর জায়ান্ট স্ক্রিনটা তীব্র চোখ ধাঁধানো আলো নিয়ে জ্বলে উঠল। অডিয়াম

কম্পিউটার সাধারণত জটিল গানিতিক হিসাব করার জন্যই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর ব্যবহারটা মূলত করে FSO এজেন্টরাই। নানান সময়ে যদি আমার কোন গানিতিক সমস্যা না থাকে তবে আমি সাধারনত একে বিভিন্ন অদ্ভুদ প্রশ্ন করে উত্তর আদায় করে থাকি। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপটটা আলাদা। জায়ান্ট স্ক্রিনের তীব্র আলোয় এর ইনপুট সেকশন সক্রিয় হয়ে ওঠা মাত্রই আমি সাজানো সংখ্যাগুলো অমানুষিক গতিতে দেয়া শুরু করলাম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম মাত্র ৭ মিনিটেই এটি পাসওয়ার্ড নিয়ে ফেলেছে মানে আমাকে মাত্র ৮৪০ টি সাজানো সংখ্যা প্রবেশ করাতে হয়েছে। এই অনাকাঙ্খিত ঘটনায় আমি উল্লসিত হওয়ার আগেই দেখতে পেলাম অডিয়াম কম্পিউটারের জায়ান্ট স্কীন গাঢ় সবুজ বর্ণধারন করল। জায়ান্ট স্ক্রিনে লেখা উঠল প্রফেসর রুকভল্ট স্বাগতম। আমি লিখে দিলাম ধন্যবাদ। জায়ান্ট স্ক্রিনে আবার লেখা উঠল রুকভল্ট আপনি কি সর্বশেষ হিউম্যান নিউরনের সম্মিলিত কোড এনেছেন। আমি বুঝতে পারলাম না এখন কি লেখা উচিত। তবুও অবস্থার প্রেক্ষিতে লিখে দিলাম কিছু যান্ত্রিক সমস্যার কারনে বিলম্ব হচ্ছে অডিয়াম, তবে শীঘ্রই কোড জমা দিতে পারব বলে আশা করছি। জায়ান্ট স্ক্রিনে এবার একটি মানব মস্তিষ্কের ছবি ভেসে উঠল। তার উপর একটি কোড লেখা। মস্তিষ্কের একটা জায়গায় লাল বৃত্ত আঁকানো। জায়ান্ট স্ক্রিনে লেখা উঠল প্রফেসর রুকভল্ট গতবার আপনি নিউরন ইউনিটের যে কোড দিয়েছিলেন তা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে লাল বৃত্ত চিহ্নিত অংশটির প্রক্রিয়াকরন ঠিক হয়নি। ভবিষ্যতে এরকম বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। আমি লিখলাম অবশ্যই, আমি চেষ্টা করব যাতে এরকম ভুল না হয়। জায়ান্ট স্ক্রিনের মস্তিষ্কের উপরের কোডটা আমি ডানের একটা বক্সে ইনপুট হিসাবে দিলাম। সাথে সাথে অডিয়াম কম্পিউটারের জায়ান্ট স্ক্রিনে নতুন তথ্য আসলো , তাতে যা লেখা আছে তা পড়ে আমি এতটাই হতবাক হয়ে পড়লাম যে জায়ান্ট স্ক্রিন কখন যে বন্ধ হয়ে আমার সময় শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে তাও বুঝতে পারলাম না। স্ক্রিনে যেটা লেখা ছিল সেটা অনেকটা এরকম-

কোড D40593Y সংরক্ষিত আছে অডিয়াম কম্পিউটারের পঞ্চম মাত্রার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রসারনের অংশ হিসেবে। চলতি বছরের ১৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত- মৃত মানুষদের নিউরন নিয়ে এই কোড তৈরী করা হয়েছে। এতে অডিয়াম কম্পিউটারে তথ্য ধারনের ক্ষমতা বেড়েছে শতকরা .০০০০০০০২ ভাগ সেই সাথে এই সম্মিলিত নিউরোন ইউনিটটি ব্যবহার করা হচ্ছে অডিয়ামের বিশ্লেষন ক্ষমতা বাড়ানোর কাজে। এই সম্মিলিত নিউরোন ইউনিট দিয়ে অডিয়ামের গানিতিক দক্ষতাও কিছুটা উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হবে।

অডিয়াম কম্পিউটারের কক্ষ হতে বেড়িয়ে এসে আমি অনেক রকম খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হল আমাদের গ্রহের সভ্যতা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মৃত মানুষের নিউরোনগুলো ধারন করছে এই যন্ত্রটি। একে যে কি পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেটাও একটা চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়াল। রুকভল্ট এসব বিষয় নিয়ে কতটা জানেন সেটাও আমাকে ভাবাল। অবশ্য তিনি যেরকম কৌতুহলী মানুষ তাতে এ বিষয়ে কোনরকম কথা সম্ভবত তার না জানারই কথা। হয়ত তাকে এ কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে ঐ কারনেই। এ ঘটনার পর রুকভল্টের সাথে এ বিষয়ে কথা

বলা জরুরী মনে করলাম। কিন্তু পদার্থবিদ ক্রুবোর সাথে গোপন জিনিস নিয়ে আলাপ করে যে শিক্ষাটা পেয়েছি সেটাই আমাকে মূলত বাধা দিল রুকভল্টের সাথে দেখা করতে। টেবিলে বসে আমি ভাবতে লাগলাম যাই হোক কারবার তো মৃত মানুষদের নিয়েই হচ্ছে, তাতে অসুবিধারই বা কি আছে? কিন্তু আমি তখনও জানতাম না ভবিষ্যৎ কি রকম আশ্চর্য ঘটনা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

৭.

রুকভল্ট 52 এর পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আমি যে অডিয়াম কম্পিউটারে ঢুকেছিলাম তা কেউ ধরতেই পারল না। আমিও অবশ্য এটা নিয়ে কারও সাথে কোন উচ্চবাক্য করলাম না। শুধু ভাবতে লাগলাম এই অডিয়াম কম্পিউটার এই সভ্যতার শেষে কতটাই না শক্তিসম্পন্ন হবে। হয়ত এটার সর্বশেষ ভার্সন নিয়ে অন্য কোন গ্রহে একটা সভ্যতাও চলেছে।

দিনগুলো FSO এর নানাপ্রকার কাজ করতে করতে কেটে যেতে লাগল। ভালো কাজের পুরষ্কারস্বরুপ আমিও FSO আরো একটা উপরের ধাপে উঠে এলাম। এখন আমার কাজ হল বিভিন্ন ফ্যামিলি ইউনিটগুলো থেকে পাঠানো সমস্যার সমাধানগুলো অডিয়াম কম্পিটারে প্রবেশ করনো মানে FD402 কে জানানো। এখন আমি ইচ্ছা করলেই অডিয়াম কম্পিউটারে বসতে পারি। তবে যে ব্যাপারটা আমার কাছে এখনও আশ্চর্যের সেটা হলো এ পর্যন্ত এসেও আমি FD402 কে দেখতে পেলাম না। FD402 এর প্রতি আমার এধরনের কৌতুহল আছে। এজন্য আমি মাঝে মাঝে অডিয়াম কম্পিউটারে বসে এক নানা ধরনের প্রশ্ন করে FD402 এর সম্বন্ধে তথ্য নেয়ার চেষ্টা করি। এই যেমন- সেদিন আমি অডিয়াম কম্পিউটারে বসে জায়ান্ট স্কিনে লিখলাম-

- অডিয়াম তুমি কি জান তুমি আমাদের সভ্যতার শুরু থেকে সকল মানুষের মস্তিষ্কের একটা সমষ্টি। অডিয়াম জবাব দিল
- মহামান্য ,আপনি এধরনের প্রশ্ন করতে পারেন না। আমি লিখলাম
- অডিয়াম তুমি কি জান তুমি কেন্দ্রীয়ভাবে FD402 এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অডিয়াম উত্তর দিল
- মহামান্য, আপনি এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন না। আমি লিখলাম
- অডিয়াম তুমি কি জান তুমি কেন্দ্রীয়ভাবে FD402 এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নও। অডিয়াম উত্তর দিল
- মহামান্য,আপনি এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন না । এবার আমি একটু অন্য একটি পদ্ধতি অনুসরন করলাম। অডিয়ামের জায়েন্ট স্কিনে লিখলাম
- অডিয়াম তুমি কি জান তোমাকে আমি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারিনা যে তুমি কেন্দ্রীয়ভাবে FD402 এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিনা?

অডিয়াম এবার যেন কোন উত্তর খুঁজে পেল না। আমি অনুমান করে নিলাম কোন ঘটনার শুধু পজেটিভ ও নেগেটিভ দিকই শুধু অডিয়াম কে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষন করতে শেখানো হয়েছে কিন্তু ঘটনার নিরপক্ষতা নিয়ে কিছু শেখানো হয়টি। এই অনুমান থেকেই আমি

বিশ্বাস করে নিলাম আসলে অডিয়াম একটা ঠুনকো কম্পিউটার সিষ্টেম মাত্র। আমার ধারনা হল এটা যদি সত্যিই মানব মস্তিষ্কের নিউরোন ইউনিটগুলো পেত তাহলে নিশ্চয়ই এটা অংশ অংশ করে বর্ণিত ঘটনার সামগ্রিকতা বুঝতে পারত বা কোন ঘটনার নিরপেক্ষ অবস্থাটার একটা গ্রহনযোগ্য বিশ্লেষণ করতে পারত। ব্যাপারটা পরীক্ষার জন্য আমি আবার অডিয়ামের জায়ান্ট স্কিনে লিখলাম- - অডিয়াম তুমি কি জানো তোমাকে এটাও আমার জিজ্ঞেস করা উচিত হবে না যে, FD402 ই বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ কিনা?

ধারনামতই লক্ষ্য করলাম যে অডিয়াম এবারও কোন উত্তর দিচ্ছেনা। এবার আমি পুরোপুরোই নিশ্চিত হলাম এই অডিয়াম কম্পিউটারের খুব বেশী একটা বিশেষত্ব নেই। অডিয়াম কম্পিউটার নিয়ে এই ঘটনা ঘটার পর আমি বুঝতে পারলাম আমরা যদি এই গ্রহের সুপার হিউম্যান হই তাহলে FD402 এই গ্রহের সুপার্ব হিউম্যান। আমি চিন্তাই করতে পারলাম না যে আমাদের সভ্যতার সৃষ্টি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত লোক মারা গেছে তাদের সবার মস্তিষ্কের নিউরোনগুলো সম্মিলিত করে অনেকটা ইউনিটের মত করে FD402 নিজে ব্যবহার করছে। তবে ব্যাপারটা কেউ যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য সে সম্ভবত কিছু অডিয়াম কম্পিউটারে দিয়ে রেখেছে , যে নিউরোনগুলো অডিয়ামের কাজেই লাগছে। সুতরাং কেউ যদি রকভল্টের52 এর মত হেঁয়ানী লোকদের পাসওয়ার্ড চুরি করেও অডিয়ামে ঢোকে তাহলে সে এটা ভেবে স্বস্তি পাবে যে ,যাই আর কেউ তো নয় কম্পিউটার সিষ্টেমটাই শক্তিশালী হোক। যেমনটা আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম। তবে এখন যে অস্বস্তিতে আমি আছি তা নয়। আমি এখন এটা ভেবেই স্বস্তি পাচ্ছি যাই হোক FD402 গ্রহের তো কোন অমঙ্গল করছে না। এর পর FSO অফিস থেকে বের হয়ে ভেইকলটি চালু করে দিলাম।

FSO থেকে ছুটি নিয়ে আমি কিছুদিনের জন্য বাড়ীতে আছি। অনেকটা শুয়ে বসে হালকা পাতলা চিন্তা ভাবনা করতে করতেই সময় পার হচ্ছিল। কিন্তু আরামের সময় বেশীদিন পাওয়া গেলনা। FSO থেকে জানানো হল কি একটা জরুরী কাজ আমাকে দেয়া হয়েছে আমি যেন শীঘ্রই FSO এর অফিসে দেখা করি। সুতরাং আমার সাথে সাথে ভেইকলটিও বেশীদিন বিশ্রাম পেল না।

FSO এবারে আমাকে একটা জটিল সমাস্যার সমাধান করতে দিল। আমি সমস্যার কথা শুনে প্রথমে একটু চমকেই গেলাম কারন FSO এর শীর্ষ পর্যায়ে আসার পর অনেকদিন ধরেই আমি কোন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাই না। যাই হোক সমস্যাটি আমার কাছেও বেশ জটিল মনে হল। এটা ছিল অনেকটা এরকম। মৃত মানুষের নিউরনগুলো সাধারনত একটা নিদিষ্ট সময় পর এদের কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলে। এজন্য এখন পর্যন্ত- মানুষের মৃত নিউরোন দুদিনের মধ্যেই এক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা হয়। তারপরও অনুমান করা হয় বিভিন্ন কারনে এদের কার্যক্ষমতা জীবিত মানুষের নিউরনের মত অত কার্যকার হয় না। আমাকে দেখাতে হবে ঐ নিউরনগুলো যদি কার্যক্ষমতা হারায়ই তবে তা কতখানি? সমস্যা সমাধানের জন্য আমাকে দুধরনের নিউরন ইউনিট সরবরাহ করা হল। কিন্তু এটা আমাকে বলে দেয়া হলে না কোনটা জীবিত আর কোনটাই বা মৃত মানুষের। শুধু বলে দেয়া হল কোনটার কার্যক্ষমতা অন্যটার চেয়ে

কতগুন বেশী সেটা নির্ণয় করতে হবে। সমস্যাটি ছিল বেশ জটিল। গাণিতিক হিসাব শেষে দেখতে পেলাম একটা নিউরন ইউনিটের কার্যক্ষমতা অন্যটির চেয়ে প্রায় দশ লক্ষ গুন বেশী। কিন্তু জীবিত মানুষের নিউরন ইউনিটের কার্যক্ষমতা বেশী না মৃত মানুষের মোট বের করতে পারলাম না। ধারনা করলাম FSO অনুমান করছে মৃত মানুষের নিউরন ইউনিটের কার্যক্ষমতা যে কোন কারনেই হোক কম হতে পারে। যাই হোক এত কিছু ভাবা তো আমার কাজ নয়। আমি আমার গবেষনালব্ধ ফল FSO তে জমা দিলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না গবেষনার ফলাফল কতটা সঠিক। তবে এটা যখন বুঝতে পারলাম যখন তখন আবিষ্কার করলাম এ সভ্যতা খুব বেশীদিন টিকবে না । সেটা অবশ্য অন্য ঘটনা।

পদার্থবিদ ক্রুবো মারা গেছে । FSO এর আজকের নির্দেশিকার শুরুতে এ খবরটা দেখে মর্মাহত হলাম। তার মত একজন অমায়িক ভদ্রমানুষ পৃথিবী ছাড়া আমার গ্রহে আর একটিও দেখিনি । কিভাবে ক্রুবো মারা গেল সে বিষয়ে কোন পরিষ্কার ধারনা পাওয়া গেল না। কৌতুহলবশত কিছু খোঁজ খবর করলাম কিন্তু দেখি কেউ কিছুই বলতে পারে না। এখানকার সুপার ইউম্যানরা অনেকটা এরকমই। FSO এর নির্দেশনার বাহিরে তারা যেমন চলে না তেমনি তারা এটাও জানতে চেষ্টা করেনা যে FSO তাদের যা জানায় তার বাহিরেও কিছু থাকতে পারে। আমি তো সাধে এদের সভ্যতাকে দাসের সভ্যতা বলি না। এই সুপারহিউম্যান ও সভ্যতার উপর গজরাতে গজরাতে আমি ক্রুবোর মৃত্যুর খোঁজ নেয়ার জন্য বেরিয়ে পরলাম ।

ক্রুবোর বাড়ীতে পৌঁছাতে মিনিট পাঁচ ছয়ের মত লাগল। ক্রুবো ছিলেন অনেকটা নিঃসঙ্গ মানুষ। তার নিজস্ব কোন ফ্যামিলি ইউনিট ছিল না । FSO এর সবচেয়ে জটিল সমস্যা গুলো তিনি খুব সহজেই সমাধান করতে পারতেন। আমি তো মনে করি সমসাময়িক কালের সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ ছিলাম এই ক্রুবো । আমি ভেবে অবাক হই। মানুষটির পৃথিবীতে থাকার সময়ও কোন সঙ্গী ছিল না। ক্রুবোর বাড়ীতে যে কাউকে আমি দেখতে পাব সে বিষয়ে কোন আশা আমি করিনি। ইউরাডিউয়ের দরজায় FSO এর নির্দেশিকা লেখা-

এখানেই বাস করতেন মহান পাদার্থবিদ ক্রুবো । FSO এর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশে তিনি সারাজীবন অতিবাহিত করে গেছেন এরং এখনও যাচ্ছেন। এই বাড়ীতে ঢোকার প্রক্রিয়া FSO কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। অনুমতি ব্যতিরেখে এখানে ঢোকা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আমি অবাক হয়ে গেলাম যে , FSO এর নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ক্রুবো এখানও তার জীবন FSO এর কল্যানে অতিবাহিত করে যাচ্ছেন। এটা কিভাবে সম্ভব? তার মানে ক্রুবোর নিউরন ইউনিটকে FD402 নিয়েছে বলেই কি এমনটা বলা হচ্ছে ? না অন্য আরো কোন ব্যাপার আছে? বিষয়টা আমাকে ভাবিয়ে তুলল।

অফিসে এসে দেখলাম FD402 এর অভিনন্দনবার্তা এসে গেছে । নিউরনের উপর আমার করা গবেষনাটির নাকি পরীক্ষামূলক প্রমান পাওয়া গেছে। এ খবরটা আমাকে দিলেন FSO এর সর্বোচ্চ পর্যায়ের ম্যাকজুলক। সে আমাকে আরো জানল যে FD402 নাকি

স্বয়ং আমার সাথে কথা বলতে আগ্রহী। এটা শোনার পর আমি যে কি রকম আনন্দিত হলাম সেটা বলার মত নয়। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল অগনিত মৃত মানুষের সমস্থ বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনাকে যিনি ধারনা করেন সেই FD402 এর সাথে দেখা করা। এটা সুস্পষ্টভাবেই এখন বোঝা যাচ্ছে আমার সে ইচ্ছার বাস্তবায়ন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

FD402 এর সাথে দেখা হওয়ার প্রেক্ষাপটটা আমি জানতাম কিন্তু কিভাবে তার সাথে দেখা হবে সেটা আমাকে পরবর্তী তিন দিনেও জানানো হল না। একদিন অফিসে এসে অডিয়াম কম্পিউটারে বসেছি। দেখতে চেষ্টা করছি নতুন ব্যবহৃত নিউরোন ইউনিটগুলো অডিয়াম কম্পিউটারে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে FSO নির্দেশনা দিয়েছে। অবশ্য আমি এখন ধরেই নিয়েছি এই ঠুনকো কম্পিউটারে কখনোই কোন নিউরন ইউনিট ব্যবহার করা হয়টি। এসবই FD402 এর কারসাজি, FD402 নিজেই নিউরন ইউনিটগুলো নিচ্ছে। তাই অডিয়ামে নির্দেশনা দেখছি আর মনে মনে হাসছি। এখন সময় আবার কিছুটা তন্দ্রার মতো হল। আমি অডিয়ামের সিটিং চেম্বারে হেলান দিয়ে বসে ঝিমুতে লাগলাম। এরপর কি হল তা আমার মনে নেই। যখন আমি আমাকে আবিষ্কার করলাম তখন আমি কোথায় সেটা বুঝতে পারলাম না। লক্ষ্য করলাম আলো যখন সরু কাচের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় পাঁচ- সাতটি বর্ণের আলোর সৃষ্টি করে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি এ ঘরের মতো জায়গাতে কোন উৎস থেকে অসংখ্য বিচিত্রবর্ণী আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আমি যেখানে বসে আছি বা অন্যভাবেও বলা যায় আমাকে যেখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে তার সামনে একটা পর্দা ঝুলছে, তবে নানাধর্মী আলোর ক্রমাগত পটপরিবর্তনের কারণে বোঝা যাচ্ছে না পর্দাটা কিরকম বা কোন বর্ণের। পর্দার ভিতর দিয়ে সামনে লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ মনে হল কিছু একটা ক্রমাগত আকার পরিবর্তন করছে। ভাবতে লাগলাম FD402 এর সাথে দেখা করার জন্যই হয়ত এরকম জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। FD402 এর সাথে আমার দেখা করার কথা ছিল কিন্তু দেখা হওয়ার বদলে আমি তার গলা শুনতে পেলাম।

- MBH324 আপনি এখন FD402 এর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আছেন। আপনি কি আমাকে বুঝতে পারছেন। পর্দার ও পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম না এরকম অবস্থাকে কিভাবে FD402 প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে বলে। তবুও বললাম
- হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি। পর্দার ওপাশ থেকে একটা বস্তু যেন অনবরত দেহের আকৃতি পাল্টাচ্ছে। এটাই কি FD402? আমি কিছু ভাবতে পারলাম না। FD402 জিজ্ঞেস করল,
- আপনি ধারনা করেছেন নিউরনের জটিল সমস্যাটির উপর সফল গবেষনা করার জন্য আপনাকে এখানে ডাকা হয়েছে। আমি বললাম
- হ্যাঁ।
- যদি সেটাই ভেবে থাকেন তবে সেটা হবে ভুল ভাবা হবে। আপনার গবেষনালব্ধ ফলাফল মূল পরীক্ষার চেয়ে অনেক কম গানিতিক দক্ষতা দেখিয়েছে। তবে এটা ঠিক বিষয়টার কনসেপ্ট মূলত আপনি যেটা দিয়েছেন সেটাই ঠিক। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল আর অডিয়াম কম্পিউটারের বিশ্লেষনে দেখা গেছে একটা জীবিত নিউরন ইউনিট মৃত মানুষের নিউরন ইউনিটের চেয়ে কয়েক কোটিগুন সংগ্রহ, বিশ্লেষন আর তথ্য প্রসারনের যোগ্যতা রাখে। বেশ অনেকক্ষন ধরেই

কথাগুলো বলল FD402. আপনাকে এখানে আনার পিছনে মূল কারণ অন্য। আপনি কি সেটা জানতে চান।

এই বুদ্ধিমান বস্তুটার সাথে কথা বলতে মোটেও ইচ্ছা করছিল না। তারপরও বললাম হ্যাঁ জানতে চাই।
- সেটার আগে আপনি কিছু প্রশ্নের জবাব দিন। FD402 প্রশ্ন করার আগে যেরকম প্রস্তুতি দরকার সেরকম মনে হয় এক ধরনের প্রস্তুতি নিল।

- আপনি এই গ্রহের মৃতদেহের প্রক্রিয়াজাতকরক YK072 এর জায়ান্ট স্কিন থেকে বেআইনীভাবে রকভল্ট52 এর FS সিগন্যালাটি সংগ্রহ করেছেন।
আমি বুঝলাম FD402 কোনভাবেই হোক ঘটনার সবটা ধরে ফেলেছে। তাই আমি ঘটনার কথা অস্বীকার না করে বললাম
- হ্যাঁ।
FD402 আবার প্রশ্ন করল
- আপনি রকভল্ট52 এর থেকে তার অডিয়াম কম্পিউটারে ঢোকার পাসওয়ার্ড বেআইনিভাবে সংগ্রহ করেননি?
আমি বললাম
- হ্যাঁ।
- আপনি রকভল্ট52 এর পাসওয়ার্ড অডিয়াম কম্পিউটারে কৌশলে ঢুকিয়ে তথ্য গ্রহন করেননি?
আমি বললাম
- হ্যাঁ।
- আপনি কি জানেন এর সবগুলোই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমি বললাম
- হ্যাঁ।
- আপনি কি ধরে নিয়েছিলেন অডিয়াম কম্পিউটার আপনার ট্রিকস ধরতে না পারলেও আমি পারব না।
- হ্যাঁ।
- এটা আপনি কেনই বা মনে করলেন? যেন অনেকটা জানার জন্যই প্রশ্নটা করল FD402।

এই বস্তুটার সাথে এতক্ষণ কথা বলতে আমার মোটেই ভাল লাগলো না। তার উপর এটি আমাকে শাস্তি দেবারও ভয় দেখাচ্ছে। তাই অনেকটা নির্ভয়েই বললাম অডিয়াম কম্পিউটার মৃত মানুষের নিউরন ইউনিট গ্রহন করে না তাকে সেটা দেওয়া হয় না, এ জন্য সে তথ্য বিশ্লেষণকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহনে নিরেপেক্ষতার প্রশ্ন ভাবে না বা অংশ অংশ ঘটনাকে পূর্ণ ঘটনার অংশ বলে মনে করতে পারে না। আপনি এগুলো পারেন কারণ নিউরন ইউনিটগুলো আপনি নিজেই বহন করেন। আপনিও যন্ত্র সেও যন্ত্র তবে মূল পার্থক্য হল শুধু নিউরন ইউনিট ব্যবহারের। আমি অনেকক্ষন ধরে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে কথাগুলো বললাম।
- আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে জেনে রাখুন আমি শুধু এখন আপনাদের মৃত নিউরন ইউনিটই ব্যবহার করিনা সেই সাথে জীবিত মানুষের নিউরন ইউনিটও ব্যবহার করি।

বুকটা দপ করে কেঁপে উঠল আমার। তবে কি ক্রুবোর মত উন্নত মস্তিষ্কের বিজ্ঞানীদের নিউরন ইউনিট তারা জীবিত থাকা অবস্থাতেই তাদের মাথা থেকে বের করে ব্যবহার করছে এই বস্তুটি। এই আশ্চর্য

ও অমানবিক পাষন্ডতার কথা শুনে আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। অনেকটা ধমকের গলায় বললাম
- আপনি কি বলতে চান। যদিও এই পদার্থটাকে আপনি না বলাই ভালো তবুও তাকে এটা বলেই সম্বোধন করতে হল।
- আমি আপনাকে ধারনা দিতে চাই আমার শক্তি সম্পর্কে।
- সেটা জেনে আমার লাভ? আমি জিজ্ঞেস করলাম। লাভ- ক্ষতি নিজেই পরে বুঝতে পারবেন তবে এটা জেনে রাখুন আপনাকে FSO প্রনীত আইন ভাঙ্গার জন্য শাস্তি দেওয়া যেত এখনই। কিন্তু আপনাকে একটা সুযোগ দেয়া হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখা হয়েছে আপনি এই গ্রহের আর দশ পাঁচজনের মতো নন। আপনার মধ্যে যে বিচিত্রতা দেখা গেছে সেটা এই গ্রহের কোন অধিবাসীর কাছ থেকে আশা করা যায় না। আমার ধারনা থেকে বুঝতে পারছি আপনি এ গ্রহে বহিরাগত। সম্ভবত অন্য কোন গ্রহের অন্য কোন আমাদের মত সভ্যতা থেকেই আপনি এখানে এসেছেন। এটাও ধারনা করতে পারছি যে সম্ভবত ঐ গ্রহ এখন আর বসবাসের উপযোগী নয় বা অন্য কোন কারনে ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনার উপর অনেক বিশ্লেষন করে দেখা গেছে আপনার মস্তিষ্কের কিছু অংশের অভিজ্ঞতা এই গ্রহের নয় সেটা এখনও আমি FSO এর মাধ্যমে পুরোপুরি ধরতে পারিনি। সম্ভবত আপনি আমাদের নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা কাঠিয়ে গ্রহের আকার পরিবর্তনের ঘূর্ণনকে কাজে লাগিয়ে এখানে এসে পড়েছেন। এখন আপনার কাছে এটাই আশা করা হবে আপনি আগের সভ্যতার কথা কিছু বলবেন যাতে- এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল FD402.
- যাতে আপনার মস্তিষ্কের দক্ষতা আরো বাড়ানো যায় এবং সেটার সাথে সভ্যতা আর এই গ্রহের জীবনকেও বেশীদিন স্থায়ী করা যায়। বাক্যটি শেষ করে দিলাম আমি।
- অবশ্যই তাই। অনেকটা তাল মেলানোর ভঙ্গিতে বলল FD402।

এই বস্তুটাকে পৃথিবীর কোন কথা বলার কোন ইচ্ছা আমার ছিলনা। তাই অনেকটা লুকানোর জন্য বললাম ভাবতে হবে।
- ভাবার সময় আপনাকে দেয়া হবে তবে এটা মনে রাখবেন কোন ধারনা আপনি ইচ্ছা করে না দিলে ব্রন্টি ছায়াপথের অসংখ্য নেবুলার অস্তিত্বের একটা অংশ হবেন আপনি।

এরপর আর কিছু মনে করতে পারলাম না। নিজেকে আবিষ্কার করলাম ঐ অডিয়াম কম্পিউটারের চেম্বারের সামনেই। তবে মাথার ভিতর অনবরত FD402 এর কথাগুলো ঘুরতে লাগল। আমি ভেবেই পেলাম না এই বস্তুটা পৃথিবীর সভ্যতার সর্বশেষ অংশে কখন কিভাবে এসেছিলো। পৃথিবীর সভ্যতার ধ্বংসবিষয়ক একটা অংশ আমার মাথায় আছে কিন্তু সেটার সব অংশ খুঁজে কোথাও এই FD402 এর অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না। তবে এটা ধারনা করলাম এটা মানবসভ্যতার কোন অংশ নয়। খুব সম্ভবত সভ্যতার সর্বশেষ অংশে এর হঠাৎ আর্বিভাব ঘটেছিলো। মাথার মধ্যে অসংখ্য ভাবনা নিয়ে ভেইকলটার ইঞ্জিন ষ্টার্ট দিলাম।

পরদিন আমার খুব তাড়াতাড়িই FSOএর অফিসে পৌছানোর কথা ছিল কিন্তু এখানে যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করলাম না। ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারলাম আমার মস্তিস্কে FD402 সম্বন্ধে একটা নতুন তথ্যের সঞ্চয় হয়েছে। সেটা কিভাবে হল সেটা আমি নিজেও জানিনা। তবে পৃথিবী নামক আপনাদের গ্রহটি ধ্বংসের সাথে FD402 এর অংশ যুক্ত হওয়ায় যে

আলোচনাটুকু করা যাবে তা যিনি বইটি প্রথম পড়তে পারছেন তাকে জানিয়ে রাখছি।

প্রফেসর শন ইয়েট এই পর্যন্ত পড়েই MBH324 এর আত্মজৈবনিক বইটির দ্বারা পরিচালিত ফ্লাবিশ স্কিন বন্ধ করে দিলেন। হিসাব করে দেখলেন প্রায় ঘন্টাখানেক হল তিনি এই বইটি পড়ছেন। কাচের ফাঁক গলে তার খোলা মাথা ও মুখে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। দার্শনিক ও গবেষক শন ইয়েট এবারই প্রথম সূর্যের আলোকে আলো না ভাবার চেষ্টা করতে লাগলেন সেটা সম্ভবত MBH324 এর কথাগুলো পড়ে মনে সৃষ্ট বৈচিত্র্যভাবের প্রতিফলই হবে, ভাবলেন শন ইয়েট। চিন্তা করতে লাগলেন এই অদ্ভুদ সুপার হিউম্যানরূপী সাধারণ মানুষটি পৃথিবী ধ্বংসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পড়বেন কিনা? যে সভ্যতা এখনও বেশ শান্তমতোই চলে আসছে, যে গ্রহের এখন পর্যন্ত বড় ধরনের অস্তিত্বের সংকটজনিত কোন বিপর্যয়ই নেমে আসেনি এবং আগামী পাঁচ হাজার কোটি বছর পরও বিপর্যয়ের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা সে গ্রহের ধ্বংসের বর্ণনা এতই আগাম পড়ে বিশ্বাস করতে হবে? এমন একটা ভাবার মত মন আছে কিনা তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। অবশেষে মনে করলেন বইটাতো পড়ার জন্যও পড়া যায়। তবুও যে বইগুলোর জন্য তিনি সুদীর্ঘ উনিশ বছর গবেষনা করেছেন সে গবেষনার ফল এতটাই হাস্যকর হবে তা মেনে নিতে পারলেন না শন। মুখটা শুকনো করে ফ্লাবিশ স্কিনে MBH324 এর অজিওটিক ভাষার লেখা পড়তে লাগলেন-

আগেই বলেছি আপনি খুব সম্ভবত আপনাদের পৃথিবীর একটা ষ্ট্যান্ডার্ড হিসাবে একবিংশ অথবা দ্বাবিংশ শতাব্দীতে বসবাস করছেন। আপনি জেনে হয়ত খুবই আশ্চর্য হবেন যে আর মাত্র পাঁচ থেকে সাতশ বছর পরেই আপনাদের গ্রহটা ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস হয়ে যাবে এটা বলার চেয়ে বোধহয় ধ্বংস করা হবে এটা বলাই শ্রেয়। পৃথিবী নামক গ্রহটা বেঁচে আছে সূর্যের আলোর কল্যানেই এটা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। মূলত ধারনা করা হবে যে সুর্যের হাইড্রোজেন হিলিয়ামের বিক্রিয়ার যেদিন সমাপ্তি ঘটবে ঐ দিনই সুর্যের তাপ বিকিরনের ইতি ঘটবে এবং সেটা পৃথিবীকে ধ্বংস করবে। কিন্তু আপনি জেনে আশ্চর্য হবেন এই পৃথিবী গ্রহটাকে ধ্বংসের জন্য সুর্যের জ্বালানী নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত যেতে হবে না বরং আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মের কিছু উৎশৃঙ্খল বিজ্ঞানীই এটাকে ধ্বংস করতে মূল ভূমিকা রাখবে। দ্বাবিংশ শতাব্দির পর পৃথিবীর মানুষের সীমারেখা আরো দু একটা সৌরগ্রহে পৌছালে কিছু উচ্চভিলাষী বিজ্ঞানী নক্ষত্র বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে। এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রথমেই বেছে নেয়া হবে যে সকল নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত কম আলোকমন্ডল সৃষ্টি করে তাদেরকে। এই প্রক্রিয়া মূলত ত্বরান্বিত করবে ব্রিলিঙিষ্টোফার ধাতুর আবিষ্কার। এটাকে এতটাই তাপশোষন ক্ষমতাগুন সম্পন্ন করা যাবে যে তা অনায়াসে কয়েক লক্ষ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ শোষন করতে পারবে। প্রাথমিকভাবে বেছে নেয়া হবে নিকটবর্তী আনদ্রমিদা গ্যালাক্সীর কিছু নক্ষত্র। গ্রিমিয়াম নক্ষত্রের আলোকমন্ডলের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার এখানে উন্নত প্রজাতির ব্রিলিঙিষ্টোফার বস্তু নির্মিত হিওটিট পাঠিয়ে নক্ষত্রের শক্তি উৎপন্নের প্রক্রিয়াটির গতি হ্রাস করে তাপমাত্রা কমিয়ে ফেলার প্রয়াস চালানো হবে ঠিকই কিন্তু ঐ বিজ্ঞানীদের এটা জানা থাকবে না হিওটিটগুলো পৃথিবীতে ফিরে আসার সময় নক্ষত্রটি

এদের গতিপথ অনুসরন করে প্রচন্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে যাবে। এটা যে কি কারনে হবে সেটা আমার মস্তিষ্কে নেই বলে আপনাকে বলতে পারলাম না। এই প্রচন্ড গতির নক্ষত্রটি পৃথিবীপৃষ্টকে আঘাত করার আগেই এর পৃষ্টের রাসায়নিক পদার্থগুলো আরো অধিক গতিতে পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে একজন FD402 পদার্থে বা বস্তুতে পরিনত হবে। আর আপনাদের প্রিয় গ্রহটি চূর্ণবিচূর্ন হয়ে যাবে গ্রিমিয়াম নক্ষত্রের আঘাতে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন পৃথিবীর সভ্যতার সর্বশেষ বুদ্ধিমান অংশই হল আজকের আমার মাতৃগ্রহের অসংখ্য মানব নিউরোন ইউনিটের নিয়ন্ত্রনকারী FD402। আপনাকে এতক্ষন বলার চেষ্টা করলাম কিভাবে পৃথিবীগ্রহটির ধ্বংস ডেকে আনা হবে। এবার আমার ব্রন্টি ছায়াপথের এই নেবুলার অবস্থানের সামান্য কাহিনী বাকী আছে। সেটুকু বলে নেয়া যাক-

FD402 সৃষ্টি বিষয়ক ধারনাটুকু হয়তো আমাকে দিয়েছিলেন প্রকৃতির সিষ্টেমের নিয়ন্ত্রকই যিনি আপনাদের ও আমাদের মতই হয়ত আরো অনেক গ্রহ এরকম সাদৃশ্যপূর্ণ সভ্যতা দিয়ে একসাথে চালান। FD402 আমাকে আবার আগে যে প্রশ্নগুলো করেছিলো সেগুলোই করতে লাগল। আমি এই পদার্থটাকে বোঝাতে চাইলাম তার পৃথিবী গ্রহে সৃষ্টির কথা। কিন্তু এটা আমার কথা চিন্তাই করতে চাইল না। অবশেষে শাস্তিস্বরুপ ব্রন্টি ছায়াপথের এই নক্ষত্রে আমাকে শান্তির মৃত্যু মরতে দেয়া হয়েছে। তবে আমি জানি FD402 যে সভ্যতা চালাচ্ছে সেটার অস্তিত্ব আর বেশীদিন ধরে রাখা সম্ভব হবেনা। এটাও অবশ্য আমাকে বলে দেয়া হয়েছে। FD402 প্রথমে পুরো গ্রহকে নিজের কেন্দ্রীভূত করেছে। এখন সে রক্ষা করতে চাইছে গ্রহকে কিছুদিন পর চাইবে অন্য গ্রহে অবস্থান করে নিতে। সেটাই তবে আমাদের গ্রহটার ধ্বংসের কারন যা অনেকটা পৃথিবীর ধ্বংসের মত। এটা অনেকটা পৃথিবীর ধ্বংসের মত পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। তবে যিনি এই বইটি পড়ছেন তিনি জেনে রাখুন এই ঘটনাগুলো তিনি আর কাউকে বলতে যাতে না পারেন সেটার ও ব্যবস্থা আছে। এই বইগুলো পাঠানোর সময় প্রকৃতির সিষ্টেমের নিয়ন্ত্রক আমাকে সেরকমটাই জ্ঞান দিয়েছে।

প্রফেসর শন ইয়েটের চোখটা হঠাৎ করে যেন ঝাপসা হয়ে এল। তার ভিতর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলতে চাইল আমি বাঁচতে চাই। শন চেয়ারের হাতলটা ধরে রাখতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না।

(পরিশিষ্ট)

১. ইয়েট মাইক্রোসকোপ : এক ধরনের বিবর্ধক যন্ত্র যার সাহায্যে ছোট কোন জিনিসকে বড় করে দেখা যায়।

২. রুকটাইল কালি :এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ীত্বের কালি। (কল্পনা)

৩. হিওটিট : রোবটদের উন্নত সংস্করণ। (কল্পনা)

৪. প্রাইসম : রোবটদের মস্তিস্কের একটি অংশ। (কল্পনা)

৫. WSO : World scientific organization।

৬. ইন্টারনেট : তথ্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের একটি মাধ্যম।

৭. উইরিয়াল সিগনাল : মানুষের মস্তিস্কের নিউরনের মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তি বিনিময়ের একটি মাধ্যম। (কল্পনা)

৮. ফ্লাবিশ স্কিন : এক ধরনের পর্দা যা আপতিত আলোর উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে পারে। (কল্পনা)

৯. অটোমেটিক লিন্ডিকার: রিমোটের ন্যায় এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস। (কল্পনা)

১০. নিউরন : মানুষের মস্তিস্কের একটা অংশ যা সংবেদন পরিবহনের কাজ করে। মানুষের মস্তিস্ক কোটি কোটি নিউরন নির্মিত।

১১. ডাই অপিনাইল : এক ধরনের ট্যাবলেট যা মৃত স্নায়ু বা কোষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাগিয়ে তুলে স্বল্প সময়ের জন্য জীবিত রাখতে পারে। (কল্পনা)

১২. ওথাল হোম : অজিওটিক ভাষায় সম্বোধনবাচক শব্দ। (কল্পনা)

১৩. থায়োডেজাট্রোব্লুটানেট : এক ধরনের যৌগ। (কল্পনা)

১৪. ওয়াল্ড্রল মাদার : ক্লোন শিশুদের যারা রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বে থাকে। (কল্পনা)

১৫. ব্লোনাড : ক্লোন শিশু। (কল্পনা)

১৬. লিওবিট টিউব : কলিংবেলের মত একধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস। (কল্পনা)

১৭. রিসাইকেলএবল : পূনরায় ব্যবহারযোগ্য করা যায় যা।

১৮. লেন্টালিন : এক ধরনের রাসায়নিক তরল যা অবশ স্নায়ুকে সংবেদন গ্রহনে সাহায্য করে। (কল্পনা)

১৯. ডুকাইল :ফ্লিজ জাতীয়। (কল্পনা)

২০. বিট্রিওল : এক ধরনের পিল। (কল্পনা)

২১. মিলকিওয়ে : পৃথিবী যে গ্যালাক্সীতে আছে তার নাম।

২২. গ্যালাক্সী : ছায়াপথ। প্রতিটি গ্যালাক্সীতে সূর্যের ন্যায় অসংখ্য নক্ষত্র থাকে।

২৩. নেবুলা : মহাকাশে ঘণীভূত হয়ে থাকা ভস্ম, গ্যাস, গলিত পদার্থ ইত্যাদি।

২৪. অক্টোবিট ভেইকল : এক ধরনের যানবাহন। (কল্পনা)

২৫. FSO: Federal Scientific organization

২৬. এলোবেশিয়ান : কুকুর ও বিড়ালের সংকর প্রজাতি। (কল্পনা)